তেছ। আমাকে কি করিতে বল, তাহাই করি।”

বণিক্ কহিল, “হে ব্রহ্মন্! আমি কলিকাতা হইতে কতক গুলি পণ্য-সামগ্রী লইয়া চীন রাজ্যে গমন করিতেছিলাম, অদ্য সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আমার সমুদ্র-পোতের এক পোতবাহ মদিরা-মত্ত হইয়া কি প্রকারে জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছে। দেখ, আমার জাহাজ ঐ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আমার সমুদায় পণ্য দ্রব্য দগ্ধ হইতেছে, আমি অগ্নি ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, আমার আর জীবনের আশা নাই। অতএব, বলি, তুমি যদি ন্যায়বান্ হইবে, তবে দোষির দোষে নির্দ্দোষের অনিষ্ট ঘটনা কেন হয়?”

বিধাতা বলিলেন, “তুমি আমার সামাজিক নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ। ভাল, যদি তাহাতে অসন্তুষ্টই হইলে, তবে তাহা স্থগিত করিয়া তোমাকে পূর্ব্ববৎ পোতারূঢ় করিয়া দিতেছি।”

বণিক্ দেখিল, জাহাজের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, অঙ্গার সকল কাষ্ঠ রূপে পরিণত

হইয়াছে, আপনার ও আপন মাল্লাদিগের শরীর সুস্থ ও পোতস্থ হইয়াছে, এবং সকলেই হৃষ্ট-চিত্ত আছে। বণিক্ মহা আহ্লাদে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রজাপতির স্তব করিলেন, এবং মাল্লাদিগকে কহিলেন, "আমরা বিধাতা পুরুষের প্রসাদাৎ বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়াছি, এক্ষণে, চল জাহাজ খুলিয়া চীনাভিমুখে গমন করি।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেহ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিল না, এবং তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইল না। ইহাতে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তোমরা কি কারণ আমার বাক্য অবহেলন করিতেছ?" একথাতেও কেহ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তিনি দেখিলেন, সকলে পরস্পর কথোপকথন ও ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় মনোযোগ দেয় না। তিনি তাহারদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন, আবার নানা প্রকার বিনয়-বাক্যও বলিলেন, কিছুতেই তাহারদিগের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলেন না।

তখন তিনি সভয় চিত্তে চিন্তা করিলেন, আর কিছু নয়, বিধাতা আমাকে সামাজিক-

নিয়ম-জনিত সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইহাতে অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজে রজ্জু ধরিয়া এক টা পাল তুলিয়া দিলেন, এবং আপনিই কর্ণধার হইয়া স্বাভিপ্রেত দিকে জাহাজ চালনা করিলেন। কিন্তু তাহাতে লঙ্গর বদ্ধ ছিল, অতএব অত্যল্প দুর গমন করিয়াই স্থগিত হইল। পরে লঙ্গর তুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তদ্রূপ প্রকাণ্ড লৌহ-রাশি উত্তোলন করা দশ জন মনুষ্যের কর্ম্ম; তিনি একাকী কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইবেন? ইহাতে অত্যন্ত ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার মাল্লাদিগকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই উত্তর দিলেক না। তাঁহার পক্ষে সামাজিক নিয়ম রহিত হইয়াগিয়াছিল, অতএব, তিনি যেমন অন্যের কুব্যবহার-জনিত ক্লেশ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ পরস্পর সহকারিতা দ্বারা যে অশেষ উপকার দর্শে তাহাতেও বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

তখন নিতান্ত নিরাশ না হইয়া এক খান ক্ষুদ্র ভেলক আরোহণ পূর্ব্বক স্থলে অবতরণ করিলেন। সিঙ্গাপুরে তাঁহার এক মিত্র ছিল, তাহার নিকট উপনীত হইয়া সবিশেষ সমস্ত

অবগত করিলেন, এবং উপস্থিত বিপদুদ্ধারার্থে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! তাঁহার মিত্র তাঁহাকে সমাদর করা ও তাঁহার বাক্যে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি কটাক্ষ পাতও করিলেক না; নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তাহাই সম্পন্ন করিতে লাগিল। বণিক্ পরিশ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এক নিকটস্থ পান্থশালায় ভোজনার্থে গমন করিলেন; কিন্তু তথাকার পরিচারকেরা কেহই তাঁহার বাক্যে মনঃসংযোগ করিল না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন তিনি সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইতেন, তখন সেই পান্থশালাতেই আহারাদি করিতেন, এবং ঐ সকল ভৃত্যই তাঁহার পরিচর্য্যা করিত, কিন্তু এবার কেহ তাঁহাকে চিনিতেও পারিল না। তিনি তথায় ভূরি ভূরি বণিক্, কর্ম্মচারি, ও ভৃত্য দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও যেন জন-শূন্য অরণ্যে স্থিতি করিতেছেন এইরূপ বোধ হইল। তখন বণিক্ দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে বিধাতাকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে বিধাতঃ! আমি যে দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছি, ইহার অপেক্ষা

সমুদ্র-গর্ভে মগ্ন ও অগ্নি-দাহে দগ্ধ হওয়া ভাল ছিল। আমার দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। এখন, হয় আমাকে মৃত্যু-গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কর, নয় পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখ। আমি আর কদাপি তোমার নিয়মের নিন্দা করিব না।” ইহা শুনিয়া বিধাতা কহিলেন, “এখন তুমি কাতর হইয়া এ কথা কহিতেছ; কিন্তু পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন হইলে তোমার ঐ জাহাজ খানি দগ্ধ হইবে। তাহাতে তুমি এবং তোমার মাল্লারা এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতরণ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু তুমি নির্দ্ধন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। নির্দ্ধন হইলেই পুনর্ব্বার আমার প্রতি দোষারোপ করিবে।”

বণিক্ প্রত্যুত্তর করিল, “হে ব্রহ্মন্! তোমার সামাজিক নিয়ম যে কি প্রকার হিতকর ও সুখদায়ক, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের অধীন, সে গত-সর্ব্বস্ব হইলেও দুঃখে অভিভূত ও একেবারে নিরাশ হয় না। আর যদি কেহ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হই-

রাও সামাজিক নিয়মের অধীন না থাকে, তবে ভূমণ্ডলে তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। আমার জাহাজ ও পণ্য সামগ্রী সকল দগ্ধ হইলে আমি নির্দ্ধন হইব তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি-বৃত্তি, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সঞ্চালন করিয়া পুনর্ব্বার জীবিকা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিব। এই সমুদায় সঞ্চালন করাই সুখের কারণ। দারিদ্র্যাবস্থা হইলে এসকল বিষয় কিছু নষ্ট হয় না, বরং ইহারদিগকে চালনা করিবার আবশ্যকতা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিলে বন্ধুগণের স্বর শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধ হইব, এবং সহযোগিদিগের সহায়তায় অবলীলা ক্রমে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিব। আর অদ্যাবধি যে ব্যক্তি যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত করিয়া সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিব। ইহাই তোমার অভিপ্রেত জানিলাম, অতএব এ অভিপ্রায় সম্পন্ন হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতি-ফল রূপ দুঃখ প্রাপ্তি অবশ্যই নিবারিত হইবে। হে করুণাকর! তুমি আমাকে পুনর্ব্বার সামা-

জিক নিয়মের অধীন করিয়া দেও, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা আমি অকাতরে স্বীকার করিব।"

বিধাতা পুরুষ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাঁহার জাহাজ দগ্ধ হইয়া গেল, এবং তিনি এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতীর্ণ হইলেন। তদনন্তর, তিনি বিধাতার বিধান ও মনুষ্যের স্বভাব শিক্ষা করিলেন, অল্প অল্প অর্থও সঞ্চয় করিলেন, এবং আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখি দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর, এইরূপ অনেকানেক অত্যাচারি ব্যক্তি বিধাতা পুরুষকে স্ব স্ব দুঃখ অবগত করিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের দোষোল্লেখ করিলেক। বিধাতা তাহারদিগের প্রত্যেকের আবেদন শ্রবণ না করিয়া তাহারদিগকে এক স্থানে স্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত স্থপতি, কৃষক, রোগি, ও বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমরা ইহারদিগকে আপন আপন বৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাপন কর। তাহা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে যে নিয়মা-

নুসারে তাহার ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থগিত করিয়া দিব।” কিন্তু স্থপতি প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ আর অসন্তোষ প্রকাশ করিলেক না। তৎকালাবধি প্রজাপতির প্রজা সকল উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার নিয়ম শিক্ষা ও পালন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্বীকার পূর্ব্বক সকৃতজ্ঞ চিত্তে ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল।

দশমাধ্যায়

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার

ভক্তি প্রভৃতি যে সমুদায় প্রবৃত্তি দ্বারা পরমার্থে মতি ও পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা হয়, তাহারা অতি প্রধান বৃত্তি ; তদ্দ্বারা অতি গুরুতর ব্যাপার সমুদায় সম্পন্ন হয়। তাহারা সৎপথে সঞ্চালিত হইলে মহোপকার জন্মায়, কিন্তু অসৎপথে সঞ্চালিত হইলে বিষম অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। কোন কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রসাদ লাভ প্রত্যাশায় পরম শুভদায়ক কর্ম্মে যত্নবান্ হয়, কেহ বা ঘোরতর অজ্ঞান বশতঃ নরবলিদান প্রভৃতি তাঁহার পরিতোষজনক জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বস্তুতঃ, এই সকল প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, পরমেশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি জন্মে, এবং যাহা তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জানা যায়, তাহা প্রতিপালন করিতে শ্রদ্ধা ও যত্ন হয়। অতএব, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বৈষয়িক, শারীরিক ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা যেমন বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-কার্য্য বিষয়ক বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া উচিত, সেইরূপ তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুসারে একান্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের এপ্রকার সংযোগ হইলে সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম ও বৈষয়িক কার্য্যাদি পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা উচিত নহে। সমুদায় সাংসারিক কার্য্যই পরমেশ্বরের নিয়মাধীন, ফলতঃ, তাঁহার নিয়মাধীন বলিয়াই তৎ সমুদায় আমারদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাঁহার নিয়মই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপারই অধর্ম্ম। অতএব, তাঁহার নিয়মানুযায়ি

বৈষয়িক ব্যাপারাদিকে ধর্ম্ম-বহির্ভূত জ্ঞান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

যদি বালকেরা এই প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হয়, যে এই বিশ্ব বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়মপুস্তক স্বরূপ; যে সমুদায় বিধানক্রমে আমারদের শারীরিক ও বৈষয়িক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা তাঁহারই নিয়ম; ভক্তি ও ন্যায়-পরতা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তৎসমুদায় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; তবে তাহারা এই সমুদায় কর্ম্মকে কেবল স্বার্থ-সাধক বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেক না, অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-ক্রিয়া জ্ঞান করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। তাহা হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই ত্রিবিধ বৃত্তিই তৎ সাধনে প্রবর্ত্তিত করিবেক; কারণ যে নিয়ম বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হইবে, তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতিপালন বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎসাহ জন্মিবে, এবং তাহাতে ইষ্ট লাভ হইবে জানিয়া কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হইবে। সকল প্রকার বৃত্তি যে কার্য্যের বিধি দেয়, তাহা অবশ্য অত্যন্ত প্রামাণিক ও

হিতজনক বলিতে হয়, এবং তাহা সাধন করিবার সামর্থ্যও বৃদ্ধি হয়।

মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সামান্য প্রবল নহে। সকল জাতিই এক এক প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে, এক এক প্রকার পদ্ধতি-ক্রমে ঈশ্বরের বা মনঃ-কল্পিত দেবতা বিশেষের উপাসনা করে, এবং তদর্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। যাঁহারা ধর্ম্মযাজক, তাঁহারদের ক্ষমতার সীমা কি? অপর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহারদের আজ্ঞানুবর্ত্তি। ইহাতে বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের যোগ থাকিলে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা তৎ প্রতিপালন বিষয়ে অন্তঃকরণ নিয়োজিত হইলে, সংসারের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল সম্ভাবনা, তাহা বলা যায় না। যত দিন দুঃখ-নিবারিকা সুখদায়িকা বিদ্যা জন-সমাজে উপযুক্ত পদ ধারণ না করিবেন,—যত দিন তিনি পরাৎপর পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বহন করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বতোভাবে উপদেশ প্রদান না করিবেন, তত দিন মনুষ্যের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল

সাধন বিষয়ে তাঁহার যে অপরিমেয় ক্ষমতা আছে, তাহা সম্যক্ প্রকাশ পাইবে না। যদি সর্ব্ব জাতীয় ধর্ম্মযাজকেরা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যানুশীলন বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তদ্দ্বারা সংসারে যে কিপর্য্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বচনাতীত। তাঁহারা যদি এই সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, তাহা প্রতিপালন করা তাঁহার উপাসনা, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ সমুদায় যথার্থ শাস্ত্র স্বরূপ বলিয়া উপদেশ করেন, যাহাতে লোকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সেই সকল নিয়ম যথা বিধানে শিক্ষা ও তদনুযায়ি ব্যবহার করে, তাহার উপায় করেন, এবং তাহা না করিলে তাহারদিগকে শাসন করেন, তবে অনতিবিলম্বে লোকের অশেষ প্রকার ভ্রম ও ক্লেশ নিবারিত হইয়া সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বরের নানা প্রকার নিয়ম উপদেশ করিতে হইলে, তত্তদ্ বিষয়ক নানা প্রকার বিদ্যাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র স্বরূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উপদেশ

করা ঐ সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য। জগদীশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন, তাহারই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যার প্রয়োজন। তিনি যে প্রকারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সমাধান করিয়াছেন এবং বহু প্রকার জড় পদার্থের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা নানা প্রকার সাংসারিক উপকার সম্পাদন করা আমারদের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপদেশ দেওয়া রসায়ন বিদ্যার উদ্দেশ্য। যে সমুদায় নিয়ম দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্মণ্ডল পরস্পর বদ্ধ ও অবস্থিত রহিয়াছে; যদ্দ্বারা জল, বায়ু, জ্যোতির গতিবিধি প্রভৃতি সম্পন্ন হইতেছে, এবং যে সমুদায় গতি-বিধায়ক নিয়ম দ্বারা শিল্প কার্য্য সকল সম্পাদিত হইতেছে, তাহারই বিবরণ করা পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন। সুপ্রণালী ক্রমে ধাতু, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের বিবরণ করা প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের উদ্দেশ্য। মনোবৃত্তি সমুদায় নিরূপণ, তাহারদের কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা, এবং মনের সুস্থতা সম্পাদন ও তেজোবর্দ্ধনের নিয়-

ম নির্দ্দেশ করা মনোবিজ্ঞান ও স্বত্বত্ত্ববিবেকের উদ্দেশ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা ধর্ম্মনীতির প্রয়োজন। এই সমুদায় বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যার মূল। ইহার প্রত্যেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, যে সমস্ত নিয়ম অবগত হওয়া যায়, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা; নিয়ম বিচার দ্বারা নিয়ন্তার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান, শক্তি ও শুভাভিপ্রায় নিরূপণ করা; এবং ঐ সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনই আমারদিগের চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানোন্নতি, ও ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল স্বরূপ সুখ, সুস্থতা, ও সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য। এই রূপ ব্রহ্মবিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা। ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইলে, অন্যান্য বিদ্যার সহিত ইহাকে পৃথক্ বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। অন্যান্য বিদ্যা যে ধর্ম্মশাস্ত্রের এক এক অধ্যায় স্বরূপ, ব্রহ্মবিদ্যা তাহার চরম অধ্যায়। এই সকল বিদ্যাই পরমেশ্বর-প্রণীত যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক তাহা শিক্ষা করা এবং ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা উচিত ; অতএব শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু উভয়েরই তাহা সম্যক্ রূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায় পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপে উপদিষ্ট হইলে,বাল্যাবধিই লোকের তাহাতে শ্রদ্ধা ও তৎপ্রতিপাদিত নিয়ম প্রতিপালনে যত্ন হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে যে বর্ণ বিশেষ ও ব্যক্তি বিশেষ মাত্রের ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে, তাহা রহিত হইয়া সকল বিদ্যালয়ে সকল পণ্ডিত গণ কর্তৃক ধর্ম্মজ্ঞান প্রচারিত হইতে থাকিবে, এবং এক্ষণে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিষয়ে যে সকল ভ্রম আছে তাহাও দূরীকৃত হইবেক। ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতেরা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত যথার্থ নিয়ম অবগত না থাকাতে, তাঁহারদের উপদেশের সহিত লোকের ব্যবহারের ঐক্য থাকে না। এতদ্দেশীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন,যে জপ, স্তুতি, ধ্যান, ধারণায় তাবৎ পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে পারিলেই মঙ্গল। তাঁহারা এ বি-

বেচনা করেন না, যে পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনা ও তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা যেমন আবশ্যক, তাঁহার নিয়ম পালন করাও সেইরূপ আবশ্যক। লোকে তাঁহারদিগের ঐ উপদেশ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বিরোধি জানিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা পরিবার প্রতিপালন, অধ্যয়ন অধ্যাপন, সামাজিক কার্য্য সাধন ইত্যাদি ব্যাপারেই অধিক কাল ক্ষেপণ করে। বাস্তবিকও, ঐ ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষায় তাহারদের ব্যবহারকে শুভদায়ক বলিতে হয়, কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, পরমেশ্বর প্রজা-পালনার্থে যে সমুদায় বৈষয়িক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন না করিলে বিস্তর প্রত্যবায় আছে। জগদীশ্বর আমারদিগের সুখ সৌভাগ্য উদ্দেশে যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন না করিলে তাঁহার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইয়া দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা সংসারে বদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যা-

সাশ্রম গ্রহণ করা পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ উপদেশ আমারদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমারদিগের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগি, অতএব লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমারদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা জনসমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করা কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। এস্থলেও ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশ অপেক্ষায় লোকের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিতে হয়। অতএব, এক্ষণকার ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশের সহিত লৌকিক ব্যবহারের যে এই প্রকার বিরোধ আছে, তাহা ভঞ্জন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। এই বিষম বিরোধ লোকের জ্ঞানোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যেমন প্রতিবন্ধক, এমন আর দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বচন সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যথোচিত শ্রদ্ধা করা ও লোকদিগকে তাহা ধর্ম্মোপদেশ স্বরূপে

শিক্ষা দেওয়া এ বিরোধ ভঞ্জনের এক মাত্র উপায়। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত, তাহার অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়। অতএব, যখন লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিবে, যে যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন সাংসারিক সুখেরই কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টের কারণ নহে, তখন আপনা হইতেই তাহারদিগের তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তি হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মের সহিত লৌকিক ব্যবহারের আর অনৈক্য থাকিবে না। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যা আমার-দের বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় রূপে পরিগণিত আছে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও বিষয় হওয়া উচিত। তাহা কেবল শিক্ষণীয় নহে, শ্রদ্ধানীয়ও বটে।

অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্য নাই, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধ মত কখনই যথার্থ মত নহে। নিরূপিত নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মের বিরোধ দেখা যায়, তাহাতে অবশ্যই ভ্রম আছে, তাহার

সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ সাধনার্থে তাঁহার প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলা পরস্পর উপযোগি করিয়া দিয়াছেন। বালকদিগকে এই উভয় বিষয় এপ্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যে তাহারা ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ জ্ঞান করিয়া একান্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকে, এবং আপনার শরীর, মন ও জন-সমাজের উন্নতি সাধন করিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবি পুরস্কার স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রচলিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের এই প্রকার পরিবর্ত্তন না হইলে, ধর্ম্ম দ্বারা সংস্কারের যত দূর উপকার হওয়া সম্ভব, তাহা কথনই হইবে না।

শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ মনঃকল্পিত। কিন্তু জগদীশ্বর যে সমুদায় ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, তাহা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি পরম্পরা-প্রাপ্ত বৈধাবৈধ ক্রিয়ার উপদেশ

দেওয়া ধর্ম্মোপদেশকদিগের কার্য্য হয়, তবে যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশের অঙ্গ কেন না হইবে? দুই এক উদাহরণ দিয়া এবিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার শারীরিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু তদ্বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে, সে সুখে অধিকার হয় না। সুস্থকায় পিতা মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ; বাসস্থান শুষ্ক, পরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধ-বর্জ্জিত হওয়া এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা; প্রত্যহ পরিমিত হিতকারি দ্রব্য ভোজন ও দুই এক ঘণ্টা নির্ম্মল বায়ু সেবন করা; সাত আট ঘণ্টা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ও মন সঞ্চালন করা; নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎকাল যাপন করা; অন্তঃকরণে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনা উদয় হইতে না দেওয়া; ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সকল

প্রতিপালন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এই সমুদায় পরম কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালিত না হওয়াতে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে ভূরি ভূরি লোকের উৎকট রোগ ও অকালে প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। ইহার কারণ অবধারণ ও ইহার নিরাকরণ করা অপেক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গুরুতর কার্য্য আর কি আছে? কেহ পীড়িত হইলে ধর্ম্মোপদেশকেরা যে তৎপ্রতীকারার্থে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা কোন প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ি নহে। সে যাহা হউক, যদি রোগ শান্তির উপায় উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশকদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে যাহাতে রোগোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা তাঁহারদের কত দূর কর্ত্তব্য! যদি তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, পরম শ্রদ্ধেয়, স্বাস্থ্য-বিধায়ক নিয়ম সমুদায় আপনারা শিক্ষা করিয়া শিষ্য যজমানদিগকে উপদেশ করেন, এবং তাহা যত্ন ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন, তবে এক্ষণে ভূমণ্ডলে রোগের যে প্রকার প্রাদুর্ভাব আছে, তাহার

অনেক নিবারণ হইতে পারে। লোকে অন্যত্র এ সকল বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু তাহা ধর্ম্মোপদেশকদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ স্বরূপে শিক্ষা করিলে, তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সমধিক যত্ন ও শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রোক্ত যথার্থ নীতি উপদেশ করেন, লোকে তাহা শুনিয়াও তদনুযায়ি আচরণ করিতে সম্যক্ যত্নবান্ হয় না। কিন্তু যদি তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারে, যে অমুক কর্ম্ম জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ,বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য নাই, তাহার অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই অধিক যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। লোকে এই বচন মাত্র শুনিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে একান্ত যত্ন করে না। কিন্তু যদি তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায়, যে অতি ভোজনে রোগ জন্মে ; অতিশয় স্ত্রী সহযোগে ও অত্যন্ত ক্লান্তিকর পরিশ্রমে শরীর ও মন দুর্ব্বল,

নিবীর্য্য ও অসুস্থ হয়; অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমে অন্তঃকরণ বিকল ও শরীর অপটু হয়; অতিশয় ক্রোধ ও লোভে হত-বুদ্ধি, হত-মান, এবং কখন কখন হত-সর্ব্বস্ব হইতে হয়; তবে তাহারা ঐ সকল প্রত্যক্ষ-লক্ষিত প্রতিফল প্রাপ্তি ভয়ে সাবধান হইতে অধিক যত্ন করে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব, ধর্ম্মোপদেশকদিগের পক্ষে প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করা এবং শিক্ষা করিয়া তাহা শিষ্য যজমান প্রভৃতিকে উপদেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপে বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ হইলে সংসারের মহোপকার সম্ভাবনা।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে এদেশে এই সমস্ত পরম প্রার্থনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক সুপ্রণালী-সিদ্ধ গ্রন্থ না থাকাতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তাহা বিশিষ্ট রূপ শিক্ষা করিবার সুবিধা নাই, এবং অদ্যাপি তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত না হওয়াতে, এতদ্দেশীয় জন-সাধারণেরও তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার উপায়

নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় যাহা কিছু পঠিত হয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এবং তাঁহারদিগের মতানুগামি ব্যক্তিরা তাহা কেবল অর্থকরী বিদ্যা ও বৈষয়িক জ্ঞান বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। ইহাও জ্ঞান প্রচারের এক সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। ইহা তাঁহারদের প্রগাঢ় কুসংস্কার ও ঘোরতর অনভিজ্ঞতার ফল। যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হওয়া যায়, তাঁহার সাক্ষাৎ শাসন স্বরূপ নৈসর্গিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়, এবং তদনুসারে আপনারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা যায়, তাহা যদি অশ্রদ্ধেয় হেয় বিদ্যা হয়, তবে আর কোন্ বিদ্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-প্রতিপাদক বলা যাইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমুদায় বিদ্যা ও সমুদায় জ্ঞানই পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের কার্য্য প্রতিপাদক। যে জ্ঞান দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধন না হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, তাহা মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত। নতুবা ধর্ম্ম-জ্ঞানই হউক, শিল্প-জ্ঞানই হউক, কৃষি বিষয়ক জ্ঞানই হউক, গার্হস্থ্যাশ্রম ও রাজ্য-কার্য্য বিষয়ক জ্ঞানই হউক, সমুদায় যথার্থ

জ্ঞানই তাঁহার প্রতিপাদক; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয় আমারদের জিজ্ঞাস্য নহে,—তদ্ভিন্ন যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কি হিন্দু, কি মোসলমান, কি খ্রীষ্টান যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করুক, তাহা অবশ্যই ভ্রান্তি-মূলক, তাহার সন্দেহ নাই। অনাদি পরম্পরা ক্রমে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা কদাপি সত্য হইতে পারে না। আর ধর্ম্ম কিম্বা বিষয় ঘটিত কোন যথার্থ তত্ত্ব যে সময়ে নিরূপিত হউক না কেন, তাহা পরমেশ্বর-প্রেরিত ও তাঁহারই প্রতিপাদক, তাহার সংশয় নাই। তদনুসারে কার্য্য করিলে শুভ ভিন্ন কদাপি অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। অতএব, জগদীশ্বর যে বিষয়ে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান ও অবলম্বন করা আমারদের কার্য্য। তদ্ভিন্ন আর কিছুই আমারদের জিজ্ঞাস্য নহে,—আর কিছুই আমারদের কর্ত্তব্য নহে। শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, তিনি যে সকল শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা

সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। স্বীয় পরিবার ও অন্যান্য লোকের প্রতি কি রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে হইলে, তাঁহারই তদ্বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা করিতে হইবে। দ্রুত বেগে গমনাগমনের উপায় করিতে হইলে, তিনি গতি বিধান, বাস্প উৎপাদন, তদ্দারা বাস্পীয় পোত ও বাস্পীয় রথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে যে সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে হইবে। আহারার্থে শস্যোৎপাদন করিতে হইলে, তিনি ভূমিতে ও শস্যের বীজে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন; উভয়ের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; এবং তদ্বিষয়ে যে ঋতুর যে প্রকার সাপেক্ষতা রাখিয়াছেন, তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কৃষি-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর রূপ রঞ্জিত করিতে হইলে, বিশ্ববিধাতা বর্ণোৎপাদক দ্রব্যে যে সমুদায় গুণ সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাহার সহিত কার্পাস ও পশু-লোমের যে প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট রূপ শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিতে হইবে। এই সমস্ত

নিয়ম প্রতিপালন না করিলে মনোভীষ্ট সাধন বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়; আর তাহা পালন করিলে অবশ্যই কৃতকার্য্য হওয়া যায়; কারণ এ সমুদায় নিয়ম সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত। অতএব, এ সংসারে আমারদের যে কিছু কার্য্য আছে, তৎ সম্পাদনার্থে তাঁহারই অভিপ্রায় শিক্ষা করা উচিত; এবং তৎ প্রতিপাদক ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিধান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই সকল গুরুতর বিদ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এতদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয়। এতদ্দেশীয় অনেক চতুষ্পাঠীতেই যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য, ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্র মাত্র পঠিত হইয়া থাকে। সাহিত্য পাঠে আমোদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন যে জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি তাহার কিছুই হয় না। স্মৃতি শাস্ত্রের স্থানে স্থানে কিছু কিছু সুনীতি প্রাপ্ত

হওয়া যায় বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ জ্ঞান-পথের কন্টক স্বরূপ কতক গুলি এপ্রকার কাল্পনিক নিয়মে পরিপূর্ণ, যে তাহা অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার বিমোচন না হইয়া নূতন নূতন ভ্রমাঙ্কুর চিত্ত-ক্ষেত্রে বদ্ধ-মূল হয়। ন্যায় শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত উপকারক বটে, তৎপাঠে বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় এবং বিচার বিষয়ে ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, শারীরস্থান, শারীর-বিধান, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, পরাৎপর পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায় অব-গত হওয়া যায়, এবং তিনি যে সকল শুভ-কর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়া অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে সু-প্রকাশিত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হয়, তা-হাই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাহার এক এক বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার এক এক অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করা এবং যাহাতে ভূমণ্ডলে তৎ সমুদায় সর্ব্বতো-ভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যা ইউরোপীয়

ভাষা হইতে অনুবাদিত করিয়া এ দেশে প্রচলিত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে আমারদের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় তদ্বিষয়ক সুপ্রণালী-সিদ্ধ বোধ-সুলভ গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এ দেশের পরম হিতৈষি বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

একদাশ অধ্যায়

উপসংহার

পরমেশ্বর যে মনুষ্যকে সুখ ভোগের অধিকারি করিয়া তদুপযোগি প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন,এবং তদর্থে তাঁহাকে নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিয়া তৎপ্রতিপালনে সমর্থ করিয়াছেন, ইহা সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা ব্যতিরেকে আমারদের দুঃখ-সাগর উত্তরণ ও সুখ রূপ সম্পত্তি লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনই অধর্ম্ম ; অতএব, তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবহারই ঐহিক ও পার-

ত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য, অতএব কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি সাধনাতে সমুদায় কাল ক্ষেপণের মানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্ত্তা,এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত; অতএব তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদিও বিশ্বনিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, এবং তাহার উপরেই আমারদের সুখ সম্ভোগ অধিক নির্ভর করে। আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া নিকৃষ্টপ্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থা-

কিবে, ততই সংসারে দুঃখ-প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে,এবং তাহারদের কার্য্যাকার্য্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহারা সে সমস্ত পাঠ করিয়াছেন, এইক্ষণ অবশিষ্ট তাঁহারদের সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা এবং বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা যথার্থ বটে, যে এক্ষণে, জনসমাজে যে রূপ বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থোক্ত যথার্থ তত্ত্বানুযায়ি সমুদায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য ; কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নয়, যে কোন কালেই ভূমণ্ডলের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না। জ্ঞান প্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, আচার ব্যবহারও শুদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

জনসমাজস্থ প্রভুত্বশালি লোকদিগের যে প্রকার স্বভাব থাকে, তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ

সহমরণ ও বলিদান আরব্ধ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি সংস্থাপকদিগের জিঘাংসা প্রবৃত্তি প্রবল ও উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি দুর্ব্বল ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল জাতি যুদ্ধ নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থে অল্প ব্যয় করিতেও কাতর হয়; এবং অর্থোপার্জ্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগ-শূন্য থাকে; তাহারদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি যে উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণকার অনেক জাতীয় লোকেরই এই প্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহারদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন করা, অবশেষে তদনুযায়ি সাংসারিক রীতি নীতি সংস্থাপন করা বিধেয়।

জগদীশ্বর বিশ্ব পালনার্থে যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বালকদিগকে সম্যক্‌রূপে উপদেশ দেওয়া উচিত। ইহাই দোষাকর দেশাচার সমুদায় পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যুক্তিসিদ্ধ আচার ব্যবহার সংস্থাপনের প্রধান উপায়। বালকদিগের অন্তঃকরণে এপ্রকার কুসংস্কার জন্মে না, এবং যে সকল কুসংস্কার জন্মে, তাহা এ প্রকার প্রগাঢ় হইয়া উঠে না, যে নিরাকরণ করা অসাধ্য। অতএব, তাহারা যদি প্রথমাবধি যথোচিত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারি এবং সেই সকল প্রতিপালন করাই যে যথার্থ ধর্ম্ম ও তদ্বিরুদ্ধ সমস্ত দেশাচার ও কুলাচার যে মনুষ্যের মনঃকল্পিত ও অশেষ প্রকার অনিষ্টকারক, ইহা তাহারদের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেই এক্ষণকার কুপ্রথা সমুদায় উচ্ছেদ করিয়া যুক্তিসিদ্ধ সুনীতি সকল প্রচলিত করিতে যত্ন হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে,

ততই সত্য স্বরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশের প্রতি-বন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচার সংস্থা-পনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ি ব্যবহার করিতেও প্রবৃ-ত্তি হইবে, তদনুযায়ি ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল তেজস্বি হইয়া উত্ত-রোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব, যে সকল নি-য়ম পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভদা-য়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত ও প্রবল হইয়া পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে। কোন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞ লোকে তাহা স-হসা অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু তাহা কাল ক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্র-চলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

বালকদিগকে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এগ্রন্থের আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করিলে, তাহা অনায়াসে বোধ হইতে

পারে। যখন জগদীশ্বর আমারদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও এপ্রকার অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না, এবং এই উভয়ের পরস্পর এপ্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে তদনুযায়ি ব্যবহার করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, তখন এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা পরম হিতকারী, অতিশয় আবশ্যক ও নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। এই সমুদায় বিষয়ের যত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান এবং যেরূপ শিক্ষা দ্বারা এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা যায়, তাহাই আমারদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখোন্নতি বিষয়ে যথার্থ উপকারী। এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে যাঁহারদের বিদ্যাভ্যাস গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সমাপ্ত হয়, তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা করেন, তাহা বিদ্যা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা বর্ণ বিন্যাস ও সামান্য প্রকার ভূমি পরিমাণ ও ভদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ অঙ্ক শিক্ষা করিয়া আপনারদিগকে বিজ্ঞ ও কৃতকর্ম্মা জ্ঞান করেন,

তাঁহারা যথার্থ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হন। চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। যাঁহারা প্রধান প্রধান ইংরেজি বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহারদের মধ্যেও অনেকে ইংরেজি ভাষায় সামান্য প্রকার রচনা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে বিশিষ্টরূপ বিদ্যাবান্ বোধ করেন। যদিও উপদেশ প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ক অভিপ্রায় প্রকাশার্থে রচনা শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু আমারদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখ সাধনার্থে যে সকল বিষয় অভ্যাস করা উচিত, তন্মধ্যে গণিত করা যায় না। বাস্তবিক, রচনা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান প্রচারের উপায় শিক্ষা মাত্র। ফলতঃ, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষার্থে যে সকল বিদ্যা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, এদেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়েও তাহার অধিকাংশ অধীত হয় না। অপর সাধারণ সকলেরই যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা ভারতবর্ষের কোন স্থানে অদ্যাপি আরব্ধ হয় নাই।

পরিশিষ্ট

১

সুরাপান

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ৫৭ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যে অনেকে সুরাপান করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন না, বরং গুণকারি বোধ করেন; অতএব পরিশিষ্টে এ বিষয়ের বিচার করা যাইবেক। তদনুসারে, এক্ষণে সুরাপানের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পাঠকবর্গ সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া যথা বিহিত বিবেচনা করিবেন।

প্রথমতঃ।—সুরাপান-পরায়ণ হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি বিকল ও কাম ক্রোধাদি রিপু সকল

প্রবল হয়, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যাহারা অহরহ মদিরা পান করিয়া মত্ত হয়, তাহারা ক্রমে ক্রমে হত-জ্ঞান ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যাহারদিগকে অন্য সময়ে শিষ্ট ও শান্ত দেখা যায়, তাহারাও মদিরামত্ত হইলে অত্যন্ত অশ্লীল বচন ব্যবহার করে এবং পরস্পর বিবাদ ও কলহে প্রবৃত্ত হয়। যাঁহারা দিবাভাগে সভ্য ভব্য হইয়া জনসমাজে শিষ্টাচরণ দ্বারা যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারদের মধ্যেও কত কত ব্যক্তিকে রাত্রি কালে মদমত্ত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ ব্যবহার করিতে দৃষ্টি করা যায়। এতদ্দেশীয় কত কত সুশীল শান্ত-স্বভাব ভদ্র-সন্তান সুরা রূপ বিষম বিষ পানে দ্বারা পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কহেন, মদ্যপান করিলে যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাঁহারদের এ কথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি মদিরা পান করিলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইত, তাহা হইলে ভূমণ্ডল অত্যল্প কালে অক্লেশে ধর্ম্ম

রূপ সুধা-রসে অভিষিক্ত হইতে পা-
রিত। প্রত্যুত, তদ্দ্বারা কাম জিঘাংসাদি
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীতে
পাপ তাপ প্রবল করিতেছে। সুশীল
ব্যক্তিরা সুরাপান দ্বারা দুঃশীল হইয়া উঠে,
ইহা সচরাচর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু
কে কোথায় দেখিয়াছে, দুঃশীল ব্যক্তিরা মদ্য
পান করিয়া সুশীল হইয়াছে? ইউরোপীয়
ইতর লোকেরা যে এতদ্দেশীয় ইতর লোক-
দিগের অপেক্ষায় দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বিনীত, প্রতি
মাসেই যে ইউরোপ হইতে নরহত্যা প্রভৃতি
গুরুতর দুষ্কর্ম্মের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়,
এবং সর্ব্বত্রই যে কাম রিপুর আতিশয্য ঘটিত
লাম্পট্য দোষের বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে,
মদ্যপান ও অন্যান্য মাদক সেবন তাহার
এক প্রধান কারণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বহুদর্শী বিখ্যাত সেনাপতি ডিউক্ আব্
ওয়েলিংটন্ পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, দুরাচার
ব্রিটিশ্ সেনারা যত দুষ্কর্ম্ম করে, মদমত্ততাই
প্রায় সমুদায়ের কারণ*। সেরিক্ এলিসন্

*The Bombay Temperance Repository, No. 8, p. 104.

সাহেব গ্লাস্গো নগরের বিষয়ে এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে তথায় প্রতি বৎসর গড়ে ২৫০০০ ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া অত্যাচার করাতে কারারুদ্ধ ও দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে* । ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ সেনাপতি গত ২৩এ ফিব্রুয়ারিতে সৈন্যদিগের পানদোষ বিষয়ে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়া লেখেন, তাহারদের যাবতীয় অত্যাচারের বৃত্তান্ত সেনাপতির কর্ণগোচর হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মদমত্ত ব্যক্তিদিগের কৃত¶ । কর্নেল্ সাইক্স এ বিষয়ে যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয় । তিনি অপরিমিতপায়ি, পরিমিতপায়ি, অমদ্যপায়ি এই ত্রিবিধ সৈন্যদিগের অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, যে তাহারা লোকের উপর উপদ্রব করাতে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া যত দণ্ড প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে

---

*The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 71.

¶The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

অপরিমিতপায়িরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পরিমিতপায়িরা তাহার তিন ভাগের এক ভাগ, এবং অমদ্যপায়িরা আট ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে* । ইহা প্রসিদ্ধই আছে, দস্যুগণ যখন কোন গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিতে যায়, তখন আপনারদের কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত মদ্যপান করিয়া থাকে। গণনা দ্বারা এরূপ অবধারিত হইয়াছে, যে স্থলে এক জনও অমদ্যপায়ী সৈন্য শাস্তি প্রাপ্ত হয় না, সে স্থলে গড়ে ২৮ জন মদিরাসক্ত সৈন্য দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে¶ । সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষময় ফলোৎপত্তি বিষয়ে ইহার অপেক্ষায় অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাঠ করিতে করিতে কাহার না অশ্রুপাত হয়?

অতএব, মদিরা পানে প্রবৃত্ত থাকিলে যে অনেকানেক অনিষ্টকর নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি উত্তে-

---

*The Calcutta Christian Advocate of the 22nd November. 1851.

¶The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 103.

জিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভব করিতে থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। সুরাপান সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল ও দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি। তাহারা সংসার সাগরের কর্ণধার স্বরূপ এবং তাহারদের অমৃতময় উপদেশ পরাৎপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। অতএব, যে কর্ম্ম দ্বারা তাহারদিগকে দুর্ব্বল ও নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদায়কে প্রবল করা হয়, তাহা কদাপি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও পাপ-নিবর্ত্তক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, অতএব তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ।—অনেকে কহেন, সুরাপান করিলে শরীর সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকে, অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহারদের এই অনর্থকর অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক ও অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবেক। মদিরা পান করিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, নাড়ী বলবতী হয় এবং শারীরিক শক্তি সমুদায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু ইহা শারীরিক

স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে হিতকারী হওয়া দূরে থা-
কুক, ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অহিতকারী হইয়া
উঠে। যদিও কোন কোন প্রকার মদ্য ব্যব-
হার দ্বারা শরীর হৃষ্ট পুষ্ট থাকিলে থাকিতে
পারে, কিন্তু সুরারূপ বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত
হইয়া শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্ষীণ
হইয়া পড়ে। এইহেতু, প্রথমে যে পরিমাণে
মদিরা পান করিলে, শরীর সতেজ ও স্ফূর্ত্তি-
যুক্ত বোধ হয়, পরে তদপেক্ষায় অধিক পান
না করিলে আর সেরূপ বোধ হয় না। এই
রূপে, ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায়,
অবশেষ মদিরার বশীভূত হইয়া নিতান্ত অ-
কর্ম্মণ্য ও নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।
তখন পরিপাক-শক্তি ও অন্যান্য শারীরিক
শক্তি এত ক্ষীণ হয়, যে সুরাপান না করিলে
আর ভোজনে রুচি হয় না, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ
হয় না, এবং অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্ম ও আ-
মোদ প্রমোদাদি কিছুই করা যায় না। যে
সমস্ত শারীরিক শক্তি দ্বারা শারীরিক ব্যা-
পার সকল সম্পন্ন হইয়া শরীর সজীব ও
সতেজ থাকে, তাহার হ্রাস হইলে যে নানা
প্রকার পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, ইহা

পরীক্ষা করিয়া না দেখিলেও সঙ্গত বোধ হয়। ডাক্তর্ পেরেরা এক জন প্রধান চিকিৎসক ও অতি প্রামাণিক গ্রন্থকার। তিনি লিখিয়াছেন, সুরাপান ব্যতিরেকে যে শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ থাকিতে পারে এবং তাহা সচরাচর ব্যবহার করিয়া যে অনেকের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তদ্দ্বারা অশ্মরী, পাদশোথ, উদরী, যকৃৎ, এবং মস্তিষ্কের ও পাকস্থলীর পীড়া উৎপন্ন ও প্রবল হইয়া থাকে *। শারীরবিধান-বিদ্যা-বিশারদ অতিপ্রধান চিকিৎসক কুম্ব্ সাহেবও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে ঔষধ স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন স্থলে সুরাপান করা বিধেয় নহে ¶। আর ডাক্তর্ কার্পেণ্টর্ এ বিষয়ে এক স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রগাঢ় যুক্তি, প্রচুর প্রমাণ ও অপর্য্যাপ্ত উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুরাপান

*Treatise on Food and Diet by Jonathan Pereira, London. 1843, pp. 425-427.

¶Physiology of Digestion by Andrew Combe 1845, pp. 142 and 143.

রূপ মহাপাপের প্রতিষেধ পক্ষে যে প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, মদ্য-প্রিয় মহাশয়দিগকে নিরুত্তর হইতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। তিনি ভূরি ভূরি বিখ্যাত চিকিৎসকের অভিপ্রায় সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে মদিরাসক্ত হইলে অপস্মার, পক্ষাঘাত, অগ্নিমান্দ্য, বাত, যকৃৎ, মূত্র-রোগ, চর্ম্মের রোগ, মুখের ব্রণ ও ক্ষত এবং হস্ত পাদাদির কম্প প্রভৃতি অনেক প্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়, এবং কারণান্তর দ্বারা উৎপৎস্যমান অনেকানেক রোগের পূর্ব্বাবস্থায় সুরাপান করিলে, তাহা অবিলম্বে প্রকুপিত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে *।

অনেকে কোন কোন সুরাপায়িকে স্থূলকায় হইতে দেখিয়া বিবেচনা করেন, মদ্য পান দ্বারা বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাঁহারদের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। কোন কোন মদিরা পান করিলে শরীরে মেদ সঞ্চয় হইতে পারে বটে, কিন্তু মেদ কদাপি

*Use and Abuse of Alcoholic Liquors, by W. B Carpenter, Chap. 1. Sect. III.

বলোৎপাদক নহে ; প্রত্যুত, সমধিক মেদ সঞ্চয় হইলে শরীরের শক্তি ও কাঠিন্য হ্রাস হইয়া নানা প্রকার রোগের সঞ্চার হইতে থাকে। একারণ, ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা সমধিক মেদ সঞ্চয়কে এক স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুরাপায়িদিগের শরীর অধিক রোগার্হ হইয়া অত্যল্প কারণেই রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ, আহত ও পীড়িত হইলে, অমদ্যপায়ি ব্যক্তিরা যেরূপ আশু প্রতীকার প্রাপ্ত হয়, মদিরাসক্ত ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই হয় না। তাহারদের রোগ অবিলম্বে কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে *। ফলতঃ, যখন উৎকট উৎকট মদিরা পান করাতে, কত কত ব্যক্তির জীবিত দেহ কাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু সংযোগ ব্যতিরেকে আপনা হইতে দগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ¶, তখন

---

*Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B, Carpenter, 1850; Chap. I. Sect. III. pp. 74 and 75.

¶ জুলিয়া ডেফন্‌টেনেল নামে এক ব্যক্তি এই প্রকার ১৫ টা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।—Maunder's Scientific and Literary Treasury. Article 'Spontaneous.'

সুরা যে সুরাপায়ি ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি বিষবৎ গুণ প্রকাশ করে, ইহাতে সন্দেহ কি?

মদ্যপান উন্মাদ রোগের এক প্রধান কারণ। কয়েক বৎসর হইল, ইংলণ্ডস্থ উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উন্মাদ রোগের কারণানুসন্ধান করণার্থ, কতিপয় আমিন নিযুক্ত হইয়া, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স দেশীয় ৯৮ টা ক্ষিপ্তনিবাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে তাঁহারদের বিবেচনানুসারে, ১৭৯৯ জন সুরাপান করিয়া ক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট সকলে ইন্দ্রিয় দোষ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, পিতা মাতার উন্মাদ রোগ প্রভৃতি অন্যান্য কারণে উন্মত্ত হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত কয়েক কারণেও সুরাপানের সাহচার্য্য ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। গ্লাস্‌গো নগরস্থ ক্ষিপ্তনিবাসের সাত বৎসরের বিবরণ পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সুরাপান যে কি সর্ব্বনাশের হেতু তাহা অনায়াসে প্রতীত হয়।

খ্রীষ্টাব্দ	ক্ষিপ্তলোকের সংখ্যা।	যত লোক পিতামাতার উন্মাদ রোগ প্রাপ্ত হয়।	যত লোকের ক্ষিপ্ত হইবার কারণ নিরূপিত হয় নাই।	অপরিমিত মদিরা পান করাতে যত লোক ক্ষিপ্ত হইয়াছিল।
১৮৪০	১৩৯	৩	৩৪	২০
১৮৪১	১৫৭	২০	৪৪	৩০
১৮৪২	১৯৯	৫৪	২০	৪৬
১৮৪৩	৩২৭	১১৬	৩৮	৩১
১৮৪৪	৩৯০	৭৭	৪১	৫৩
১৮৪৫	৩৬৪	৪৭	৩৮	৯০
১৮৪৬	৪১৪	৪৯	৬২	১০৫
সমুদায়ে	২০০০	৩৬৬	২৭৭	৩৭৫

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতি এবর্ডিন ও ডণ্ডী, এবং আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্লিন্ প্রভৃতি নানা স্থানের ক্ষিপ্তনিবাসের যে সমস্ত বিবরণপুস্তক মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও সুরাপান অনেকানেক ব্যক্তির উন্মাদ রোগের কারণ বলিয়া লিখিত আছে। ডাক্তর ম্যাক্নিশ্ ডব্লিন্ নগরস্থ এক চিকিৎসালয়ের বিষয়ে লিখিয়াছেন, এক্ষণে তথায় ২৮৬ জন ক্ষিপ্ত অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অর্দ্ধেক লোক মদিরা পান করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছে*।

সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষময় ফল কেবল পানকর্ত্তার প্রতিফল প্রাপ্তি মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, তদ্দ্বারা তাঁহার সন্তানদিগেরও অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পিতা মাতার গুণাগুণ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনুসারে, মদ্যপায়ির সন্তানদিগের মানসিক দৌর্ব্বল্য, বীর্য্য হানি, পানাসক্তি, উন্মাদ রোগ ও জাড্য দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন ও নব্য অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহা

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 30-43.

প্রত্যক্ষ দেখিয়া মদিরা পান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। প্লুটার্ক নামক সুবিখ্যাত গ্রীক্ পণ্ডিত কহিয়াছেন, "এক মদোন্মত্ত অন্য মদোন্মত্তকে উৎপাদন করে" এবং ভুবন-বিখ্যাত এরিষ্টটল্ লিখিয়াছেন, "সুরাসক্ত স্ত্রীগণ আত্ম সদৃশ সন্তান সকল প্রসব করে"। ডাক্তর ব্রৌন্, হবিসন্, হৌ, প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। হো সাহেব লেখেন, ৩০০ জড়ের জনক জননীদিগের চরিত্রের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৪৫ অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকে প্রসিদ্ধ মদিরাসক্ত ছিল*। এই রূপ, একবার কোন পরিবারে পান-দোষ প্রবিষ্ট হইলে, পুরুষানুক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। ডাক্তর ডারুইন্ কহেন, যে সমস্ত রোগ পান-দোষ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে পারে, এবং যদি সুরাপায়ির পুত্র পৌত্রাদি মদ্যপানে বিরত না হয়, তবে যে পর্য্যন্ত তাহার বংশ লোপ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B Carpenter, 1850, p. 44.

রোগ তাহার পরিবারকে অধিকার করিয়া থাকে *। অতএব, যাঁহারা স্বীয় সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষি, তাঁহারদের মদিরাপানে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে।

যখন সুরাপানে আসক্ত হইলে অশেষ প্রকার উৎকট উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়, তখন তদ্দ্বারা আয়ুঃ ক্ষয়েরও সম্ভাবনা। মনুষ্যের পরমায়ুর উপর বিমা করা যাঁহারদের ব্যবসায়¶, তাঁহারা অপরিমিত-মদ্যপায়িদিগের উপর বিমা করিতে স্বীকার করেন না। যদি কাহারও মরণান্তে জানিতে পারেন, অমুক মদ্যপানে অনুরক্ত ছিল, তবে তাহার বিমা অগ্রাহ্য করেন। ইংলণ্ড দেশে ৪০ বৎসর বয়স্ক ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ১৩ জন করিয়া বৎসর বৎসর মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, কিন্তু যাহারদের উপর পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিমা করা হয়, তন্মধ্যে সহস্রে ১১ জন করিয়া প্রতি

---

* Saturday Magazine, Vol. 2, No. 43.

¶ তাঁহারা যাহার জীবনের উপর বিমা করেন, তাহার নিকট হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এইরূপ অঙ্গীকার করেন, যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার উত্তরাধিকারিদিগকে এত মুদ্রা প্রদান করিব। সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে তাঁহারদের লাভ হয়, নতুবা ক্ষতি হয়।

বর্ষে কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তত্রস্থ টেম্পেরেন্স প্রাবিডেন্ট ইনিষ্টিটিউসন্ নামক সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিরা সুরাপান একেবারেই পরিত্যাগ করে ইনিমিত্ত দীর্ঘায়ু হয়। ইংলণ্ড দেশস্থ যে সমস্ত লোকের বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষের ন্যূন এবং ৭০ বর্ষের অধিক নহে, তাহারদের মধ্যে বৎসর বৎসর গড়ে সহস্রে ২০ জন করিয়া মৃত্যু-গ্রাসে প্রবেশ করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সমাজভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্ষে বর্ষে সহস্রে ৬ জন করিয়া মৃত হইয়া থাকে। তাহারদের এরূপ দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্তির অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, কিন্তু মদ্যপান পরিত্যাগ যে এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই*।

যখন শীতল প্রদেশেও মদিরাপান শারীরিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি বিষয়ে অত্যন্ত অহিতকারী, তখন আমারদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশে তদ্দ্বারা অধিক অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। ডাক্তর র, জ্যাক্সন্ সাহেব লিখিয়াছেন, উষ্ণ প্রদেশ-স্থিত যে সমস্ত ব্যক্তি

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 85-87.

তাদৃশ মদ্য মাংস ব্যবহার না করিয়া শস্যাদি উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারাই সুস্থ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমি * । ডাক্তর জান্‌সন্ স্ব-প্রণীত উষ্ণপ্রদেশ বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, মদমত্ততা রূপ মহাপাপ যেমন সকল পাপের প্রবর্ত্তক, সেইরূপ তদ্দ্বারা সকল রোগ প্রবল ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে ¶ ।

সুবিখ্যাত সেনাপতি সর্ চার্ল্‌স নেপিয়র্ সাহেব কলিকাতা নগরীস্থ ৯৬ শ্রেণীভুক্ত সৈন্যদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, " তোমরা যে দেশে আগমন করিয়াছ, এখানে মদ্যপান করিলে অবিলম্বে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। যদি সুরাপান-পরায়ণ না হইয়া স্থিরভাবে থাক, উত্তম থাকিবে; সুরাপান করিলেই নষ্ট হইবে। হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে, নয়, কাল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইবে। আমি এতদ্দেশস্থ দুই দল ইউ-

---

* Calcutta Review, No. XXXI. p. 54.

¶ The Influence of Tropical climates on European constitutions, by James Johnson, 1813. p-450.

রোপীয় সৈন্যের ব্যবহার দৃষ্টি করিয়াছি; এক দল মদিরাপানে প্রবৃত্ত ছিল, অন্য দল তাহাতে নিবৃত্ত ছিল। যাহারা মদ্যপানে নিবৃত্ত, তাহারা অত্যুত্তম সৈন্য। তাহারা কোন দেশীয় কোন সৈন্য অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। আর যাহারা তাহাতে রত, তাহারা রুগ্ন ও ভগ্ন-শরীর হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছে*।”

কর্ণেল্ সাইক্স সাহেব ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থিতি পূর্ব্বক অত্রস্থ সৈন্যদিগের আহার ব্যবহারাদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, স্বদেশ অপেক্ষায় ভারতবর্ষে যে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অধিক রোগ জন্মে ও আয়ু হ্রাস হয়, তাহারদের পান ভোজনাদির দোষই ইহার প্রধান কারণ। তিনি বাঙ্গলা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এই তিন প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় সৈন্যদিগের যেরূপ মৃত্যু-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

* Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 102.

২০ বৎসরে প্রতি বর্ষে গড়ে প্রতি শতে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সংগ্রহ।

	বাঙ্গলা	বোম্বাই	মান্দ্রাজ
ভারতবর্ষীয় সৈন্য	১ ৭৯/১০০ *	১ ২৯১/১০০০	২ ২৫/১০০০
ইউরোপীয় সৈন্য	৭ ৩৮/১০০	৫ ৭৮/১০০০	৩ ৮৪৬/১০০০ ¶

এই সংগ্রহ দর্শনে প্রতীত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সৈন্য অপেক্ষায় ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটনা হইয়া আসিয়াছে। কর্ণেল সাইক্‌স সাহেব কহেন, ইউরোপীয়দিগের মদ্য মাংস ব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ প্রতীয়মান হইতেছে †।

পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহ অনুসারে অন্যান্য প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় মা-

---

* ৭৯/১০০ এ অঙ্কের অর্থ ১০০ ভাগের ৭৯ ভাগ; ২৯১/১০০০ এ অঙ্কের অর্থ ১০০০ ভাগের ২৯১ ভাগ ইত্যাদি।

¶ Calcutta Review, No. XXXI. p. 34.

† Now, animal food, with the assistance of such an auxiliary (drinking), and combined with mental vacuity, go far to account for the excess of mortality amongst Europeans.—The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 64.

ন্দ্রাজ প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটনা হয়, অথচ তত্রস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় অল্প মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত সাইক্স সাহেব এবিষয়ের যেরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সকলেই সঙ্গত বোধ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। বোম্বাই প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের আট ভাগের ছয় ভাগ হিন্দু, বিশেষতঃ সমুদায়ের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক লোক হিন্দুস্থানি। ইহারা মদ্যমাংস ব্যবহার করে না, গোধূমাদি শস্য ভোজন করিয়া থাকে। বাঙ্গলা প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশ যে সুরাপান ও আমিষ ভক্ষণ করে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, এই উভয় প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যের মধ্যে বৎসর বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যের বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাকার অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগ মোসলমান এবং এক ভাগ মাত্র হিন্দু,

আর পদাতিকদিগেরও প্রায় অর্দ্ধেক অথবা ২॥ ভাগের এক ভাগ মোসলমান। বিশেষতঃ, ঐ সমস্ত হিন্দু সৈন্যের মধ্যেও অনেক ইতর লোক আছে, তাহারা ভদ্র লোকদিগের ন্যায় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব, মান্দ্রাজ প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশে ইউরোপীয় সৈন্যদিগের ন্যায় মদ্যপান ও আমিষ ভক্ষণ করে এবং এই নিমিত্তেই তাহাদের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে। আর তত্রস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহারও এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশীয় ইউরোপীয় সৈন্যেরা যে রম নামক মদিরা পান করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত উগ্র ও অনিষ্টকারী, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশীয় ইউরোপীয় সৈন্যেরা পোর্ট ও এরাক নামে যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা তদনুরূপ অপকারী নহে; এই নিমিত্ত মান্দ্রাজ অপেক্ষায় বাঙ্গলা প্রদেশস্থ ইউরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি বৎসর বৎসর কালগ্রাসে পতিত হয়। আর বোম্বাই প্রদেশীয় ইউ-

রোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রম অপেক্ষা ভাল, কিন্তু এরাক অপেক্ষায় অনিষ্টকারী ; তদনুসারে বোম্বাই প্রদেশে বাঙ্গলা অপেক্ষায় অল্প ও মান্দ্রাজ অপেক্ষায় অধিক সৈন্য বর্ষে বর্ষে মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করে। তদ্ভিন্ন, মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ ৮৪ শ্রেণী-ভুক্ত পদাতিক সৈন্যদল সুরাপান বিষয়ে অন্যান্য সকল সৈন্য অপেক্ষায় সাবধান, এ কারণ তথাকার অন্যান্য সৈন্যদিগের অপেক্ষায় সুস্থ, দীর্ঘজীবি ও শান্তস্বভাব। এই সুন্দর মীমাংসা কাহার মনোগত না হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিয়া লইবেন* ?

শীতপ্রধান জর্ম্মনি দেশের সৈন্যদিগের বিষয়েও এই প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুরাপান শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে হিতকারী কি অহিতকারী ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, তথাকার রাজপুরুষেরা কতিপয় সৈন্যদলকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়া কতক দিন পরে দেখিলেন, অন্যান্য সৈন্যদিগের অপেক্ষায় তাহারদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর বিস্তর হ্রাস হইয়াছে। সুরাত্যা-

* Calcutta Review, No. XXXI. pp. 48-53.

গিদিগের মধ্যে গড়ে যত ব্যক্তির প্রাণত্যাগ হয়, সুরাপায়িদিগের মধ্যে তাহার দ্বিগুণ লোক কালগ্রাসে প্রবেশ করিতে লাগিল* ।

তৃতীয়তঃ । কেহ কেহ কহেন, অপরিমিত মদিরাপান শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। কিন্তু তাঁহারদের এ অভিপ্রায়ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়না। অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, বিষ পান করিলে তাহার ফল অবশ্যই ফলে, তবে শীঘ্র আর বিলম্ব এই মাত্র বিশেষ। মদ্যপান আরম্ভ করিলে যে শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া মদিরার বশীভুত হইতে হয়, পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছে, এবং পরিমিত-মদ্যপায়িরাও যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাসক্ত হয়,তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনধিক মদ্যপান করিলেও পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হয়। কিন্তু যে

* The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

সকল শারীরিক শক্তি অহরহ সমধিক উত্তে-জিত হইতে থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও রোগগ্রস্ত হইয়া আইসে। তখন পাকস্থলী সুরাভিষিক্ত না হইলে আর অন্ন পরিপাক করিতে পারে না, এবং যকৃৎ, মূত্রাশয়, ও অন্যান্য অঙ্গ আবশ্যক মত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে, তৎ সমুদায় ক্রমে ক্রমে বিশৃঙ্খল ও সর্ব্বশরীর রুগ্ন হইয়া পরমায়ু হ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব, অনধিক মদিরাপান অভ্যাস করিলে, যদিও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকল উপস্থিত না হয়, কিন্তু কাল বিলম্বে একেবারে সমুদায় শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়,—যৌবন কালের পাপের ফল বৃদ্ধকালে ভোগ করিতে হয়। কর্ণেল্ সাইকস সাহেব পরিমিত সুরাপানেরও প্রতিপক্ষে যে প্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ আদরণীয়। তিনি পরিমিতপায়ি, অপরিমিতপায়ি, অমদ্যপায়ি এই ত্রিবিধ সৈন্যের মৃত্যু-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে তাহারদের মধ্যে প্রতি বৎসর গড়ে যত অমদ্যপায়ি ব্যক্তির মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরি-

মিতপায়ি ও চতুর্গুণ অপরিমিতপায়ি ব্যক্তি বৎসর বৎসর কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে*। আর যে সমস্ত ব্যক্তি সুরাপানে বিরত, তাহারা আহত ও পীড়িত হইলে যে-মন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে, মদ্য-পায়ি ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই পারে না। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক সাহেব এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ যৎ কালে নব-জীলণ্ড দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তত্রস্থ লোকেরা অত্যন্ত সুস্থ ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। তাহারদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ আহত হইলে, বিনা ঔষধ প্রয়োগে তাহার প্রতীকার হইত। "তৎ কাল পর্য্যন্তও সুরা রূপ বিষম বিষ পানে তাহারদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।" ফলতঃ এ বিষয়ের দুই এক প্রমাণ কি, সহস্র সহস্র ইউরোপীয় চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধ পক্ষে যে পরম শ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এক টিপ্পনী করিয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক।

চতুর্থতঃ। কেহ কেহ কহেন, সুরাপান করিলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হই-

---

* The Calcutta Christian Advocate of the 22d November 1851.

য়া অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায় ; অতএব প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান কর্ত্তব্য। শারীরবিধানবেত্তা ও রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে পদার্থ দ্বারা শরীরে বলাধান হয়, সুরার সার* ভাগে তাহার কিছুই নাই। তবে কোন কোন সুরার সহিত অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু তাহা সুরা রূপ সাংঘাতিক গরলের সহিত ভক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি ? গোধূম মসূরিকাদি প্রসিদ্ধ পুষ্টিকর দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে, তৎসমুদায় ভোজন করিলেই বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হওয়া যায়। যদিও অল্প পরিমাণে মদিরা পান করিলে শরীরস্থ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হইয়া বল-সাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু রক্তের সে তেজ অচিরেই হ্রাস হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। একারণ, মদ্যপায়িরা অমদ্যপায়িদিগের ন্যায় ক্রমাগত

---

* সকল প্রকার সুরাতে সুরাসার নামে এক সামগ্রী আছে, তাহাতেই সুরাপায়িদিগকে মত্ত করে। রম, ব্রাণ্ডি, জিন প্রভৃতি যে সকল মদ্যে তাহা অধিক আছে, তাহাই অধিক অনিষ্টকারী, আর সেরি, বিয়র প্রভৃতি যে সমস্ত মদ্যে তাহা অল্প আছে, তাহা তত অনিষ্টকারী নহে। কিন্তু সকল প্রকার মদ্যই অহিতকারী তাহার সন্দেহ নাই।

অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ নহে। ইহাতে, যাহারা মদ্যপানে নিবৃত্ত, তাহারা গড়ে যত পরিশ্রম করিতে পারে, সুরাপায়িরা তত কখনই পারে না। ডাক্তর কার্পেণ্টর ভুবন-বিখ্যাত বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্, ডাক্তর ফার্বেস প্রভৃতি কতিপয় সদ্বিদ্যাশালি বহু-পরিশ্রমি ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা মদ্যপান করিতেন না, অথচ আপনারদের সুরাপায়ি সহযোগিদিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কান্স্টাণ্টিনোপল্ নামক প্রসিদ্ধ নগরের শ্রমোপজীবি লোকেরা সুরাপান করে না, অথচ তাহারদের বল ও পরিশ্রম দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়। তথাকার ভারবাহকেরা ইংলণ্ডদেশীয় মদ্যপায়ি ভারবাহকদিগের অপেক্ষায় গুরুতর ভার বহন করিতে পারে। এক্ষণে আমেরিকা প্রদেশীয় অনেকানেক বণিক্‌পোতের অধ্যক্ষেরা মাল্লাদিগের মদিরাপান নিবারণ করাতে, তাহারা ইংলণ্ডীয় মদিরাসক্ত মাল্লাদিগের অপেক্ষায় উত্তম রূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। লীডস নামক স্থানের ২৪

জন বহু-পরিশ্রমি শ্রমোপজীবি লোক একত্র হইয়া ডাক্তর কার্পেন্টরকে এই অভিপ্রায়ে পত্র লিখিয়াছিল, যে “আমরা পূর্ব্বে পরিমিত রূপ মদিরাপান করিতাম, পরে তাহা হইতে একেবারে নিবৃত্তই হইয়াছি। ইহাতে, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে ও প্রসন্ন মনে আপন আপন কর্ম্ম করিতে পারি, এবং বোধ করি, আমারদের প্রভুরাও আমারদের কর্ম্ম দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর আমারদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে।” কার্পেন্টর সাহেব শ্রম-সামর্থ্য বিষয়ে সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে যে স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে অমদ্যপায়ি ব্যক্তিরা যে মদ্যপায়িদিগের অপেক্ষায় অধিক কাল ব্যাপিয়া অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব, সুরাপান শ্রম-সামর্থ্য ও বলোৎপত্তির প্রতিকূল বিনা কদাপি অনুকূল নহে। পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে বল উৎপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ বল, তাহাই স্থায়ী, এবং তদ্দ্বারাই ক্রমাগত অধিক

ক্ষণ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায় *।

শরীরের সহিত মনের যেরূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহাতে যে বিষয় শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষে অপকারী, তাহা মানসিক পরিশ্রমের পক্ষেও অপকারী হইবে সন্দেহ কি? মদিরা ব্যবহার করিবার কিছু কাল পরেই যে অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হয়, ইহা অনেকেরই বিদিত আছে। যদিও পান করিবা মাত্র কোন কোন মনোবৃত্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া কবিদিগের রসনা হইতে দুই এক অত্যুত্তম রসগর্ভ সুমধুর কবিতা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অহরহ মদ্য ব্যবহার করিলে মনের তেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। বিশেষতঃ, মানব জাতির প্রধান গুণ যে বিচার-শক্তি, মদ্যপান দ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই বৃদ্ধি হয় না। আর সুরাপান না করিয়া যে প্রগাঢ় রূপ মানসিক পরিশ্রম করা যায়, বিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাত নিউ-

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 103-124.

টন সাহেব তাম্রকুট ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যা বিষয়ে বিপুল-যশস্বী বল্টেয়র্, ফণ্টেনেল্, ডিমস্থিনিস্, হেলর্, হব্‌স ইহাঁরা কেহই মদ্যপানে রত ছিলেন না। বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তর জানসন্ জীবনের শেষভাগে চা অপেক্ষায় উগ্রতর কোন বস্তু ভক্ষণ করিতেন না। মনোবিজ্ঞান-বিশারদ লাক্ সাহেব যে প্রকার প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি সচরাচর বারি ব্যতিরেকে অন্য কোন পেয় দ্রব্য পান করিতেন না, এবং স্বয়ং এইরূপ বিবেচনা করিতেন, আমি মদিরাপানে বিরত থাকাতেই দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। ডাক্তর্ কার্পেণ্টর্ স্বপ্রণীত সুরাপান বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে আমি মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে মদ্যপান করিতাম, পরে ইহা অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তদবধি আমি যত মানসিক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি, জন্মাবচ্ছিন্নে এত আর কখনই পারি নাই। বিশেষতঃ, এখন পরিশ্রম করিতে পূর্ব্বের মত ক্লেশ বোধ হয় না, এবং পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে প্রকার অবসাদ

উপস্থিত হইত, তাহারও বিস্তর লাঘব হই-য়াছে *।”

অতএব সুরাপান শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের অনুকূল হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

পঞ্চমতঃ। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সুরাপান দ্বারা শরীরের শীত নিবারণ ও উষ্ণতা সাধন হয়, অতএব শীতকালে ও শীতল দেশে সুরাপান কর্ত্তব্য। কিন্তু রসায়ন ও শারীরবিধান বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতেরা নিরূ-পণ করিয়াছেন, ঘৃত, তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন্ ও হয়ড্রজন্ নামক পদার্থ আছে, তৎ সমুদায় দ্বারা শরীরের উষ্ণতা সাধন হইয়া থাকে। মদিরাতেও তাহা যথেষ্ট আছে, সুতরাং তদ্দ্বারা দেহের উত্তাপ উৎ-পন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন অন্যান্য দ্রব্য আহার করিলে সেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, তখন সুরাপান করিয়া আয়ুঃ ক্ষয় এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম নাশ করিবার প্রয়ো-জন কি? বিশেষতঃ, রসায়ন বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন-কেশরী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রৌট্ ও বীরোর্ট

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 124-132.

সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যত ক্ষণ শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের সহিত মদিরা মিশ্রিত থাকে, তত ক্ষণ শরীরস্থ অন্যান্য দাহ্য পদার্থ রীতিমত দগ্ধ হয় না, এবং রক্তও পরিষ্কৃত হয় না। অতএব, যৎকালে অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, তখন সুরাপান উষ্ণতা সাধন বিষয়ে কোন ক্রমেই উপকারী নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবেই অপকারী *।

শীতকালে হিন্দুস্থানে এতদ্দেশ অপেক্ষায় অধিক শীত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ সুরাপান করিতে হয় না। শীতপ্রধান ইংলণ্ড দেশস্থ বাইবেল খ্রীষ্টান নামক খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ি লোকেরা সুরাপান না করিয়া সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতেছে। ভূমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত হিমাবৃত জনপদ সর্ব্বাপেক্ষা শীতল, তথাকার লোকে মদ্যপান না করিয়া অক্লেশে শীত নিবারণ করে। কেনেডা ও গ্রীন্‌লণ্ড অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ সুরাপান

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, p. 142.

অবলম্বন করিতে হয় না, অথচ তাহারদের শীত-সহিষ্ণুতা শক্তি স্মরণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন পেরি তৎ প্রদেশে গিয়া দেখিয়াছিলেন, যত শীত হইলে জল জমিতে আরম্ভ হয়, তদপেক্ষায় ৭২ তাপাংশ ন্যূন*

* তেজ দ্বারা বস্তুর বিস্তার বৃদ্ধি হয় ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতের বায়ু ও আর আর পদার্থের উষ্ণতা পরিমাণার্থে তাপমান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। নানা দেশে নানা প্রকার তাপমান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ড দেশে যে প্রকার তাপমান সচরাচর চলিত, তাহার আকৃতি এইরূপ। এই তাপমান কেবল একটি কাচের নল মাত্র। তাহার অধোভাগ কুণ্ডাকৃতি; সেই কুণ্ডে পারা থাকে। যখন যত গ্রীষ্ম হয়, তখন ঐ পারা বিস্তৃত হইয়া তত ঊর্দ্ধে উঠে। কখন্ কত দূর উত্থিত হয় তাহা নিশ্চিত জানিবার নিমিত্তে ঐ নলের পার্শ্বে একাবধি ২১২ পর্য্যন্ত অঙ্ক সমুদায় যথাক্রমে অঙ্কিত থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, তত উত্তপ্ত হইলে ঐ নলের পারা ২১২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এবং যত শীতল হইলে জমিতে আরম্ভ হয়, তত শীতে ঐ পারা ৩২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। জীবিতবান্ মনুষ্যের রক্ত যত উষ্ণ, তত উষ্ণ হইলে ঐ পারা ৯৮ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সকল নিয়ম রীতিমত বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, যে জীবিত মনুষ্যের রক্তের তাপাংশ ৯৮ ইত্যাদি॥



প্রমাণ শীতের সময়ে এস্কুইমাক্স জাতীয় এক স্ত্রী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া স্বীয় শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল। ডাক্তর কিঙ্গ্ ও সর্, জ. রিচার্ডসন্ সাহেব সুমেরু প্রদেশে, এবং ডাক্তর হূকর্ সাহেব সর, জ,রস্ সাহেবের সমভিব্যাহারে কুমেরু প্রদেশে গমন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,ঐ সকল শীত-প্রধান জনপদে সুরাপান করিলে, শীত-সহিষ্ণুতা-শক্তির হ্রাস ব্যতিরেকে কদাপি বৃদ্ধি হয় না। ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ জন লোক এক খান ডেনিশ্ জাহাজ আরোহণ করিয়া হড্-সন্ বে নামক প্রসিদ্ধ শীতপ্রধান স্থানে শীত ঋতু ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা সকলেই উৎকট উৎকট মদ্য ব্যবহার করিত, ইহাতে,বসন্ত ঋতুর আগমন না হইতে হইতেই ৫৮ জন ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। সেই স্থানে ২২ জন মাল্লা আর এক খান জাহাজ আরোহণ করিয়াছিল, তাহারা সেরূপ সুরাপান করিত না, এ কারণ তাহারদের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্রের প্রাণ নাশ হয়*।

---

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B Carpenter, 1850, pp. 147-150.

অতএব শীতল প্রদেশে শীত নিবারণার্থ সুরাপান করা কর্ত্তব্য এই অশ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় কোন মতেই প্রামাণিক নয়। কি শীতল কি উষ্ণ কোন দেশীয় কোন জাতীয় লোকের মদ্যপান অভ্যাস করা বিধেয় নহে।

ষষ্ঠতঃ। মদিরাপান মনুষ্যের অর্থনাশ ও দারিদ্র্য দশা প্রাপ্তির এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। মদ্যপায়িদিগের মধ্যে ধনশালি ব্যক্তিরা উত্তমোত্তম বহু-মূল্য মদিরা ক্রয় করিয়া দিন দিন নির্দ্ধন হইতে থাকেন, এবং অপরাপর লোকে সুরা রূপ প্রখর বিষ ক্রয়ার্থে উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া আপনার ও আপন পরিবারের অত্যন্ত ধন-কষ্ট ও দারুণ দুর্দ্দশা উৎপাদন করে। এক জন গ্রন্থকর্ত্তা গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড ও আয়র্লণ্ড নিবাসিদিগের মদিরা ক্রয়ার্থে বর্ষে বর্ষে ৬৫০০০০০০০ পঁয়ষট্টি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। তথাকার সমুদায় রাজস্ব অপেক্ষায়—সৈন্য, রণতরি, শান্তিরক্ষা, বিচার সাধন, রাজকীয় ঋণের বৃদ্ধি প্রদান, প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার সম্পাদনার্থ যত ধন ব্যয় হয় তদপেক্ষায়—অধিক অর্থ মদিরা রূপ প্রখর গরল

গলাধঃকরণ করণার্থ নষ্ট হইয়া থাকে * ।
ভারতবর্ষেও মদ্যাদি মাদক দ্রব্য আহরণার্থে যে বিপুল অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? এতদ্দেশীয় লোকেরা সহজেই নির্দ্ধন, তাহাতে আবার নানা প্রকার অনর্থক বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিয়া দিনে দিনে দৈন্য-দশা বৃদ্ধি করিতেছেন। সেই প্রভূত ধন-রাশি লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার এবং স্বদেশের শুভোন্নতি সম্পাদনার্থে ব্যয় হইলে, পৃথিবীর কত শ্রীবৃদ্ধিই হয়! প্রত্যুত, যে অশেষ অনিষ্টকর বিষয়ে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে, নীরোগ শরীরে রোগাশ্রয়, সধবা স্ত্রীর বৈধব্য দশা, অপোগণ্ড বালকের পিতৃ মাতৃ বিয়োগ, সুশীল ব্যক্তির দুঃশীলতা প্রাপ্তি, অর্থনাশ ও মনস্তাপ এই সমুদায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল।

সপ্তমতঃ। জল, দুগ্ধ প্রভৃতি পানীয় বস্তুর ন্যায় সুরাপান অভ্যাস করা যে কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। তবে যেমন অন্যান্য বিষ কখন কখন ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই রূপ স্থল বিশেষে ও রোগ বিশেষে সুরা রূপ

* Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 84.

মহালিষও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তাহা ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে।

অতএব, সুরাপান অশেষ দোষাকর বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম*। পাপ, তাপ, রোগ, দারিদ্র্য ও অকাল-মৃত্যু ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করা পাপ, তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করা পাপ, ও তাহাতে উৎসাহ দেওয়াও পাপ। এই প্রবল পাপ এতদ্দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অহরহ অশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি করিতেছে। এক্ষণে যে সকল কারণে এদেশের ভয়ঙ্কর দুঃখ-প্রবাহ ক্রমাগত বলবৎ রহিয়াছে, মাদক সেবন তাহার এক প্রধান কারণ। এতদ্দেশের পূর্ব্বতন ব্যক্তি সকল মাদক ব্যবহারে বিরত থাকিয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন, কিন্তু অত্রত্য অধুনাতন মনুষ্যেরা চরস, গাঁজা, মদ্য, অহিফেন প্রভৃতি বহু প্রকার মা-

---

* এ প্রস্তাবে কেবল সুরাপানের বিষয় লিখিত হইল। কিন্তু পাঠকবর্গ জানিবেন, চরস, গাঁজা, অহিফেন প্রভৃতি সমুদায় মাদক দ্রব্যই অনিষ্টকারী।

দক ব্যবহার করত শরীর ও মনোবৃত্তি সমস্ত নিস্তেজ করিয়া রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া দিন দিন স্বদেশের দারুণ দুরবস্থা উৎপাদন করিতেছেন। মহিমার্ণব রাজপুরুষেরা এই দুর্নীতি দমন করা দূরে থাকুক, অর্থ লোভের বশীভূত হইয়া তদ্বিষয়ে অবিরত উৎসাহই প্রদান করিতেছেন। তাঁহারদিগের গরলময় আবগারি তন্ত্র আমারদিগের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে মদিরালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া তদীয় কর সংগ্রহ দ্বারা রাজকোষ পরিপূরিত হইতে থাকে, ইহাই তাঁহারদের মনোগত অভিপ্রায়। এ নিমিত্ত তৎসক্রান্ত কর্ম্মচারিরা তাঁহারদিগের প্রিয়পাত্র হইবার অভিলাষে স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে মদিরাপানে প্রবৃত্তি ও মদিরালয় সংস্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ পাপানলে দগ্ধ হউক, দারিদ্র্য রূপ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া উচ্ছিন্ন যাউক, অকর্ম্মণ্য ও বিচলিত-চিত্ত হইয়া প্রজাকুল নির্ম্মূল হউক, কিছুতেই তাঁহারা ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করেন না। প্রজাবর্গের সুখ সৌভাগ্যে জলা-

ঞ্জলি দিয়াও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি-
লেই আপনারদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করে-
ন। এবিষয়ে আমেরিকাখণ্ডের সাধারণতন্ত্র-
নিবাসি মহাশয় ব্যক্তিদিগের বারম্বার সাধু-
বাদ করা কর্ত্তব্য। তত্রস্থ বিদ্যা-ব্যবসায়ি,
ধর্ম্ম-ব্যবসায়ি, চিকিৎসা-ব্যবসায়ি, ও অন্যান্য
স্বদেশ-হিতৈষি মহাত্মারা এই সর্ব্ব-পাপ-প্রব-
র্ত্তক সর্ব্ব-সুখ-সংহারক মহাপাপকে বিষবৎ
পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং
রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত প্রাণ-
পণে চেষ্টা করিয়া কৃত-কার্য্য হইয়াছেন।
তথাকার ভূরি ভূরি ব্যক্তি সুরাপানকে অতি
নিষিদ্ধ যুক্তি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম জানিয়া তাহাতে
নিবৃত্ত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র সুরা-ব্যব-
সায়ি বণিক্ স্বীয় ব্যবসায় জনসমাজের অ-
ধর্ম্ম-প্রযোজক ও দুঃখ-প্রবর্দ্ধক বুঝিয়া স্বকীয়
ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অক্ষুব্ধ ও অসঙ্কুচিত
চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাহারা
স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হয়
নাই, ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজপুরুষেরা প্রবল রাজ-
শাসন দ্বারা তাহারদিগকে নিরস্ত করিয়া-

ছেন*। পূর্ব্বে তথায় যে সমস্ত মহোৎসব উপলক্ষ্যে মণ পরিমাণে মদিরা ব্যয় হইত, এক্ষণে বিন্দুমাত্র মদ্য ব্যয় না হইয়া তাহা সুচারু রূপে ও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। কি শুভ দৃষ্টান্ত! কেমন মহৎ কর্ম্ম! তথাকার প্রধান প্রধান নগরের, শত শত প্রদেশের ও সহস্র সহস্র গ্রামের এক ব্যক্তিও যে মদিরায় ব্যবসায়ে অধিকারী নহে, ইহা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি আছে৷?

ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের অনেকানেক নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এ নিমিত্ত তাঁহারদের এরূপ শুভানুষ্ঠানে অনুরাগ জন্মে নাই। তাঁহারা অর্থকেই সর্ব্ব-সেবনীয় পরম পূজনীয় পদার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু যখন আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতি সাধারণতন্ত্রের রাজপুরুষেরা এ প্রকার পরম কল্যাণ-

---

* মেইন নামক রাজ্য-খণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত হইলে পর, সুরা-ব্যবসায়িদিগের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেক। আর যাহারা অবিলম্বে তাহাতে নিবৃত্ত না হইল, শান্তিরক্ষক স্বয়ং তাহারদিগের মদিরা সমুদায় গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা সাগর-সলিলে বিসর্জ্জন দিলেন।

৷ Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 77.

কর ধর্ম্ম-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া সে পথ অবলম্বন না করিলে, অতি অধমের মধ্যে গণ্য হইতে হয়।

রাজপুরুষেরা এই পাপ-পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন এবং আমরাও তাহা অবলম্বন করিয়া আপনারদের উচ্ছেদ-দশা সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ, এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। এই মহাপাতক নিবারণার্থে ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে ভূরি ভূরি সভা সংস্থাপিত এবং অনেকানেক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই, নীলগিরি, কোইম্বেটুর, সাগর, পুনা, বেলগাম, করাচি, করঞ্জ প্রভৃতি বহুতর স্থানে এই প্রকার সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, যে সিংহল দ্বীপে একরূপ একাদশ সমাজ এবং পশ্চিম প্রদেশেও এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা এমন অধম ও অনুৎসাহি, যে এই সর্ব্ব-সুখ-সংহারক সর্ব্ব-পাপ-প্রবর্ত্তক মহাপাপ বিমোচনার্থে তদনুরূপ কিছু মাত্র চেষ্টা ক-

রিলা* । এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য মদ্য-প্রিয় যুবক সম্প্রদায়কে ধিক্কার দিতে হয় ; তাঁহারা এই জঘন্য গরল গলাধঃকরণ পূর্ব্বক পাপ-পঙ্কে লুণ্ঠিত হইয়া অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছেন, এবং তদ্দ্বারা স্বদেশের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিয়া দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিতেছেন । যে সমস্ত সভ্য জাতির দৃষ্টান্তানুগত হইয়া তাঁহারা এই মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারদের মধ্যেও প্রধান প্রধান জ্ঞান-সম্পন্ন ধর্ম্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সুরাপান রূপ পাপ-পিশাচকে স্ব স্ব দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন । আমেরিকার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে । সুইডেন রাজ্যের বর্ত্ত-

* পূর্ব্বে কতিপয় ইংরেজ ঐক্য হইয় এখানে সুরাপানের আতিশয্য নিবারণার্থে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে সভা কালক্রমে কালের হস্তে পতিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, খ্রীষ্টান মিশনরিরা ও ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা কোম্পানির চার্টর পরিবর্ত্তন উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোম্পানির মাদক-ব্যবসায়ে উৎসাহ প্রদান নিরাকরণার্থে প্রার্থনা করিয়া সদ্বিবেচনা-সিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন ।

মান রাজা ও তাঁহার পিতা এবং তত্রস্থ অন্যান্য মান্য ব্যক্তিরা সুরাপানের প্রতিপক্ষে বিশিষ্ট রূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইউরোপের অন্তঃপাতি অপরাপর অনেক স্থানে, বিশেষতঃ স্কট্‌লণ্ডের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে তদর্থে সমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সমুদায় সমাদরণীয় শুভ দৃষ্টান্তের অনুগামি হওয়া কি এতদ্দেশীয় সদ্বিদ্যাশালি মহাশয়দিগের অত্যন্ত উচিত নহে? তাঁহারা চিরকালই কি পানদোষ রূপ কুৎসিত রীতির দাসানুদাস হইয়া মদ্যের স্রোতে স্বদেশ প্লাবিত করিতে থাকিবেন? তাঁহারদের মধ্যে অনেকে যে এই প্রবল পাপের বশীভূত হইয়া লাম্পট্য-দোষে লিপ্ত রহিয়াছেন, ইহা কাহার অবিদিত আছে? এই বিষ-পূর্ণ বিস্বাদ ফল ফলিত হইবার নিমিত্ত কি তাঁহারদের বিদ্যা-বৃক্ষ প্রগাঢ় যত্ন সহকারে রোপিত হইয়াছিল? পরম পূজনীয় জনক জননীরা কি এই নিমিত্তে স্নেহাভিষিক্ত চিত্তে সর্ব্বপ্রযত্নে বিপুল অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া তাঁহারদিগকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহারা তথা হইতে

এক মহাপাতক অভ্যাস করিয়া আপনাকে ও আপন বংশকে অধর্ম্ম কূপে নিক্ষিপ্ত করিবেন এবং গতানুগতিক অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়া স্বকীয় দৃষ্টান্ত বলে তাহারদিগকে বিপথগামি করিবেন? তাঁহারা বিদ্যালোক লাভ করিয়া সদসদ্ বিবেচনায় সমর্থ হইয়াছেন। পানদোষে দোষি হইয়া আয়ুঃশেষ ও ধর্ম্ম-নাশ করা তাঁহারদের পক্ষে লজ্জাকর ও ঘৃণাকর। এখনও যদি তাঁহারদের চৈতন্য হইয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরের শুভকর আজ্ঞা পরিপালনে যত্ন ও শ্রদ্ধা হয়, তথাপি মঙ্গল, তথাপি তিনি ক্ষমা করিয়া রক্ষা করেন।

টিপ্পনী

২৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ইউরোপীয় চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধ পক্ষে যে পরম শ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এক টিপ্পনী করিয়া পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক। তদনুসারে এই স্থলে তাঁহারদের অভিপ্রায় প্রকটিত হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড-স্থিত দুই সহস্রাপেক্ষা অধিক ইউরোপীয় চিকিৎসক পশ্চাল্লিখিত ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন*।

---

*" He (Dr. W. B. Carpenter) has the satisfaction of finding himself supported by the recorded opinion of a large body of his Professional brethern ; upwards of two thousand of whom in all grades and degrees,—from the court physicians and leading metropolitan surgeons who are conversant with the wants of the upper ranks of society, to the humble country practitioner, who is familiar with the requirements of the artizan in his workshop, and the labourer in the field,—have signed the following certificate."—*Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, Preface, p. XVIII.*

সুরাপান বিষয়ে চিকিৎসক-দিগের ব্যবস্থা

"We, the undersigned, are of opinion

"1. That a very large proportion of human misery, including poverty, disease, and crime, is induced by the use of Alcoholic or fermented liquors as beverages.

"2. That the most perfect health is compatible with total Abstinence from all such intoxicating beverages, whither in the form of ardent spirits or as wine, beer, ale, porter, cider, &c. &c.

"3. That persons accustomed to such drinks may, with perfect safety, discontinue them entirely, either at once, or gradually after a short time.

"4. That total and universal Abstinence from Alcoholic beverages of all sorts would greatly contribute to the health, the prosperity, the morality, and the happiness of the human race.*"

---

* পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

১—"মদ্যপান অভ্যাস করাতে, মনুষ্যের রোগ, দারিদ্র্য, দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি বিস্তর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়।

২—"কোন প্রকার মদিরা পান না করিয়া শরীর সম্পূর্ণ রূপ সুস্থ রাখা যায় তাহার সন্দেহ নাই।

৩—"যাঁহারদের মদিরা পান অভ্যাস আছে তাঁহারা একেবারে অথবা ক্রমে ক্রমে, পরিত্যাগ করিলে কোন বিঘ্ন ঘটে না।

ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেকে এই ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন; তাঁহারদের নাম পশ্চাৎ প্রকটিত হইতেছে।

J. Glen, Physician General, Bombay.

R. Wight, Inspector General of Hospitals:

J Kinnis, Deputy Inspector General, H. M's Hospitals, Bombay.

W. R. Barrington, L. L. D., Surgeon, 9th Regiment, N. I.

P. W. Hockin, Surgeon, 23rd Regiment, N. I.

G. Merrill, Surgeon.

T. Harrison, Staff Surgeon.

C. Morehead, M. D., Principal of the Grant Medical College.

J. C. G. Price, M. D., Surgeon, H. M's 8th King's Regiment.

A. Montgomery, Surgeon, 1st Battalion Artillery.

Alex. Thom. Surgeon, H. M's 86th Regt.

J. P. Malcolmson, Surgeon Civil Staff Surgeon, Shikarpore.

D. Davis, Residency Surgeon.

H. Pitman, Assistant Surgeon, 10th Regt. N. I.

৪—" যাবতীয় মনুষ্য সর্ব্ব প্রকার সুরাপানে বিরত হইলে, মানব বর্গের স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য, ধর্ম্ম ও সুখের সমধিক উন্নতি হইবে।"

C. G. Wiehe, Assistant Surgeon.

D. P. Barry, Assistant Surgeon, H. M's 22nd Regt.

H. Giraud, M. D., Professor of Chemistry and Materia Medica, in the Grant Medical College, Bombay.

J. C. Batho, 6th Regiment, N. I.

T. F. Young, Assistant Surgeon, N. G. Hospital, Hydrabad.

T. McGrath, Assistant Surgeon, H. M's 22nd Regt.

J. Bean, Assistant Surgeon.

A. Ramsay, M. D.

A. Larkworthy, Surgeon.

The following signatures to the preceding were added in Bombay, January 1852.

E. W. Edwards, Superintending Surgeon, P. D.

W. Chambell, M. D. Superintendent Lunatic Asylum.

John Grant Nicolson, M. D. Assistant Surgeon, 2nd Scinde Horse.

John McLennan, Physician General, Bombay.

Robert Haines, Acting Professor of Chemistry, Grant Medical College.

A. H. Leith, M. D. Garrison Surgeon.

Henry J. Carter, Assistant Civil Surgeon.

Rich. D. Peele, Oculist.

John Peet, Professor of Anatomy, Grant Medical College.

M. Stovell, Surgeon European General Hospital.

P. Gray, Surgeon, 2nd Battalion Artillery.

J. Yuill, M.D.

The following signatures to the preceding statement of opinions were obtained at Madras.

R. Sladen, Physician General, Madras.

D. Currie, Surgeon General, Madras.

G. Pearse, M. D. Surgeon, and Secretary Medical Board, Madras.

D. Boyd, Inspector General of Hospitals, Madras.

R. Cole, Surgeon, S. E. District of Madras.

J. Richmond, Surgeon, N. W. District of Madras.

G. Harding, Surgeon, Madras General Hospital, Superintendent Medical School, and Professor of the Theory and Practice of Medicine.

W. G. Davidson, Surgeon, Black Town, District Madras.

W. B. Thomson, Superintendent Eye Infirmary, Madras.

J. Sanderson, Port and Marine Surgeon, Madras.

T. L. Bell, Assistant Surgeon, Madras.

T. Stack, M. D., Assistant Surgeon H. M. 8th Regt. Madras.

F. W. Innes, M. D. Asst. Surg. H. M. Regt. Madras.

D. S. Young, F. R. C. S., Superintending Surgeon, Pres. Divison, Madras.

J. Hichens, Assistant Surgeon, Chunar, 27th Regiment N. I., Madras.

W. Tweddell, Garrison Surgeon, Chunar.

A. Duncan, M. D., 5th Battalion Artillery.

W. Watson, Superintending Surgeon, Benaras Division.

J. M. Brande, M. D. Surgeon, 21st Regiment N. I.

D. Brotten, M. D. Civil Surgeon, Benaras.

M. F. Anderson, Assistant Surgeon, Madura.

J. Doig, Staff Surgeon, Belgaum.

J. Morrice, M. D. Surgeon, 2nd Bengal European Regiment, Loodiana.

F. Anderson, M. D. Assistant Surgeon, Horse Artillery, Loodiana.

A. Colquhoun, Surgeon, 3d Cavalry.

G. E. Brown, M. D. Surgeon Artillery.

——— The Bombay Temperance Repository, N. I. and Use and Abuse of Alcoholic Liquors by W. B. Carpenter, preface.

"বোম্বে টেম্পেরেন্স রিপজিটরি" নামক পুস্তকের প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আর এক ব্যবস্থা প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সুরাপান বিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা

"An opinion handed down from rude and ignorant times and imbibed by Englishmen from their youth, has become very general, that the habitual use of some portion of Alcoholic drink, as of wine, beer, or spirit,

is beneficial to health, and even necessary for those subjected to habitual labour.

" Anatomy, Physiology, and the experience of all ages and countries, when properly examined, must satisfy every mind well informed in Medical science, that the above opinion is altogether erroneous. Man, in ordinary health, like other animals, requires not any such stimulants, and cannot be benifitted by the *habitual* employment of any quantity of them, large or small; nor will their use during his life-time increase the aggregate amount of his labour. In whatever quantity they are employed, they will rather tend to diminish it.

" When he is in a state of temporary debility from illness or other causes, a temporary use of them, as of other stimulant medicines, may be desirable; but as soon as he is raised to his natural standard of health, a continuance of their use can do no good to him, even in the most moderate quantities, while larger quantities, (yet such as by many persons are thought moderate,) do sooner or later prove injurious to the human constitution, without any exception.

" It is my opinion that the above statement is substantially correct. *"

---

* পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

যৎকালে লোক অসভ্য ও অশিক্ষিত ছিল, তৎকালাব্ধি এই পরম্পরাগত মত চলিয়া আসিয়াছে, যে মদ্য

Batty, Edward, M. R. C. S., Lecturer on Mid-

পান অভ্যাস করা শরীরের পক্ষে উপকারী, বিশেষতঃ যাহারদিগকে অহরহ পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এই মত এক্ষণে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, এবং ইংরেজেরা তরুণ বয়সেই ইহা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

" চিকিৎসা শাস্ত্রে যাঁহারদের উত্তমরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা শারীরস্থান, শারীরবিধান,ও সকল কালে সকল দেশে এ বিষয়ের যেরূপ ফলাফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে এই সমুদায় রীতিমত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া নিশ্চয় করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রাণির ন্যায় মনুষ্যেরও সহজ শরীরে এরূপ কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার আবশ্যক করে না, এবং অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, তাহা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিলে তাঁহার কিছু মাত্র উপকারও দর্শিবে না। আর তিনি মদ্যপানে বিরত থাকিলে জীবনাবধি মোটে যত কর্ম্ম করিতে পারিবেন, তাহাতে রত থাকিলে, তদপেক্ষা অধিক পারিবেন না, বরং, অল্পই হইবেক।

" রোগ অথবা অন্য কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবনের ন্যায় কিছু দিন মদ্যপানও বিহিত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু শরীর প্রকৃতিস্থ হইলে পর,যদি অত্যল্প মাত্রায়ও পান করা যায়,তথাপি কিছু মাত্র উপকার দর্শে না। আর অধিক মাত্রায় পান করিলে, সকলেরই শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। অনেকে যাহা অল্প মাত্রা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক অল্প নহে। তত মাত্রায় পান করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয় তাহার সন্দেহ নাই।"

wifery at the Medical Royal Institution, Liverpool.

Baylis, C. O., Surgeon to the South Dispensary, Liverpool.

Beaumont, Thomas, M. R. C. S., Bradford.

Berry, Samuel, M. R. C. S. Surgeon, to the Town Infirmary, Birmingham.

Birbeck, George, M. D.

Blundell, James, M. D.

Brodie, Sir Benjamin C., Bart, F. R. S., Serjeant—Surgeon to the Queen, Surgeon to St. George's Hospital, &c.

Brookes, Benjamin, M. R. C. S., Surgeon to the Brit, Lying-in Hospital.

Burrows, John, Esq., Liverpool.

Chambers, W. F. M. D. F. R. S., Physician to the Queen, and the Queen Dowager, and to st. George's Hospital.

Chavasse, Thomas, M. R. C. S. St. George's Hospital, Birmingham.

Chowne, W. D. M. D. Lecturer on Mid wifery and Physician to Charing Cross Hospital.

Churton, Joseph, M. R. C. S. Liverpool.

Clark, Sir James, Bart. M. D. F. R. S. Physician to the Queen and the Queen's Household, &c.

Clutterbuck, J. B., Esqr.

Conquest, J. T., M. D., Physician to the city o London Lyin-in Hospital.

Cooper, Bransby, M. R. C. S. F. R. S., Lecturer on Anatomy, and surgeon to Guy's Hospital.

Cooper, George, L. M. R. C. S.

Dalrymple, J., M. R. C. S. Lecturer on surgery at Sydenham College.

Davies, Thomas, M. D., Lecturer on Medicine, and Physician to the London Hospital.

Davies, John Birt. M. D. Liverpool.

Davies, David D., M. D., Physician to the Duchess of Kent, and Professor of Obstetric Medicine in university college.

Davis, J. Esqr.

Eyre, Sir James, M. D.

Ferguson, Robert, M. D., Physician to the Westminister Lying-in Hospital

Fowke, Frederick, M. R. C. S.

Frampton, Algernon. M. D., Physician to the London Hosptal.

Gill, William, M. R. C. S., Surgeon, to the Northern Hospital, Liverpool.

Godfry, J. J., M. R. C. S., Liverpool.

Grant, Klein, M. D., Professor of Therapeutics at the North London School of Medicine.

Granville, A. B., M. D. F. R. S., Physician Accoucheur to the Westminister General Dispensary.

Green Thomas, M. R. C. S., Surgeon to Town Infirmary Birmingham.

Charles Butler, Esqr. Liverpool.

Hall, Marshall, M. D., F. R. S. L. and E. Lecturer on Medicine at Sydenham College, and consulting Physician to the Westminster General Dispensary.

Hey, Alexander, Surgeon to the south Dispensary. Liverpool.

Hope, I., M. D., F. R. S., Lecturer on medicine at Aldersgate Street School, and Assistant Physician to St. George's Hospital.

Howship, John, M. R. C. S., Surgeon to Charing Cross Hospital.

Hughes, John, M. D. Liverpool.

Jeffreys, Julius, Esqr. M. R. C. S.

Julius G. C. M. D.

Julius G. C Jun. M. D.

Key, C. Aston, M. R. C. S., Lecturer on surgery and surgeon to Guy's Hospital.

Knight, Arnold James, M. D., Sheffield.

Ledsman, J. J., M. R. C. S., surgeon to the Eye Infirmary, Birmingham.

Lee, Robert, M. D. F. R. S., Lecturer on Midwifery at Kinnerton Street Medical School, and Physician to the British Lying-in Hospital.

Lewis, William. Esqr., Manchester.

Long, David M. Surgeon to the South Dispensary Liverpool.

Lymm, W. B. Esq. Surgeon to the Westminster Hospital.

Macilwain, George, M. R. C. S., Surgeon to the

Finsbury Dispensary,

Mackenzie, J. D., M. D., Physician to the Liverpool Infirmary, Lock Hospital.

Macrorie, D., M. D. Physician to the Fever Hospital, Liverpool.

Manifold, J., M. R. C. S., Liverpool.

Matterson, William, M. R. C. S. York.

Matterson, William, Jun, M. R. C. S, York.

Mayo, Herbert, M. R. C. S. F. R. S., Surgeon to the Middlsex, Hospital.

Nelson, John Barritt, A. B. M. B. F. C. P. S. &c. Birmingham.

Marriman, Samual, M. D., Physician Accoucheur, to the Westminister General Dispensary.

Middlemore, Richard, M. R. C. S. Surgeon to the Eye Infirmary, Birmingham.

Morgan, John, M. R. C. S. Lecturer on Surgery &c. and Surgeon to Guy's Hospital.

Morley, George, M. R. C. S. Lecturer to the Leeds, School of medicine.

Nightingle, Robert, S. M. R. C. S. Surgeon to the Eastern Dispensary, Liverpool.

Parkin, John, M. R. C. S.

Partridge, Richard, M. R. C. S. F. R. S. Professor of Anatomy at Kings' College, and Surgeon to Charing Cross Hospital.

Pinching, R. L. M. R. C. S. D.

Quain, Richard, M. R. C. S. Professor of Anatomy

at the London University, and Surgeon to the North London Hospital.

Reid, James, M. D.

Roots, H. S, M. D. Physician to st. Thomas's Hospital.

Roupell, G. L. M. D. Lecturer on Materia Medica, and Physician to St. Bartholomew's Hospital.

Scott, John, M. D.

Stanley, Edward, Esq. M. R. C. S. F. R. S. Professor of Anatomy, and Surgeon to St. Bartholomew's Hospital.

Teale, T. P. M. R. C. S., F. R. C. S., F. L. S., Surgeon to the Leeds General Infirmary.

Teale, Joseph, M. R. C. S. Leeds.

Thompson, Anthony Dodd, M. D, F. L. S., Lecturer on Materia Medica and Physician to the London University.

Thompson, Henry, U., M. D.

Toulmin, Frederick, Surgeon, Clapton.

Travers, Benjamin, M. R. C. S. F. R. S. Surgeon Extraord. to the Qeen, and Surgeon and Lecturer on Surgery to St. Thomas's Hospital.

Ure, Andrew, M. D. Lecturer on Chemistry at the North London school of Medicine

Vaux, George, M. D., Birmingham.

Walker, W., M. D.

The following testimoney to the truth of the prece-

ding declaration was in 1845, given in Bombay :—

" It is my opinion that the above statement is substantially correct."

H. Franklin, Deputy Inspector General of Her Majesty's Hospitals.

J, Robertson, Surgeon.

M. J. Kays, M. D.

Thomas Robson, Surgeon 2 Batt. Artillery.

John McLennan, Civil Surgeon.

A. Graham, Surgeon, European General Hospital

M. Stovell, Surgeon.

C. Morehead, M. D., Surgeon, Native General Hospital.

A. H. Leith, Surgeon.

The following testimoney was given to the truth of the above declaration by medical gentlemen at Maulmain :—

" It is my opinion that the above statement is substantially correct."

James G. Coleman, M. D., Staff Surgeon, T. P.

D. Richardson, Civil Surgeon.

T. L. Matthews, Surgeon 52d N. I.

Henry Carnegie, Assistant Surgeon, in Medical Charge, Artillery.

Robert Hicks, Assistant Surgeon, 17th Regt.

J. Tait, Assistant Surgeon, Local Corps.

C. N. English, M. D, Assistant Surgeon, 84th Reig.

Matthew Kane M. B. Assistant Surgeon.

James Reid, Assistant Surgeon, Madras Army.

Similar testimonies have been subscribed by thousands of the first medical authorities of Europe and America.

সম্পূর্ণ

সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ

অধিবেদন......... Polyg my.
ক্ষিপ্তনিবাস .... Lunatic Asylum.
জাড্য..............Idiotism.
পদার্থবিদ্যা........Natural Philosophy.
পরিমিতি ....Faculty of size, or power of taking cognizance of size, length, breadth, height &c.
পান্থশালা .... Hotel.
মনোবিজ্ঞান.. .. .. Mental Philosophy.
রূঢ় পদার্থ .. .. .. Elements.
লোকযাত্রাবিধান .. . Political Economy.
বংশ মর্যাদা.. .. ..Hereditary distinction of rank.
বাণিজ্যবিষয়ক স্বতন্ত্রতা....Freedom of trade.
বাষ্পীয় রথ.. ......Steam-carriage.
শিল্পযন্ত্র.. ....Machine.
সাধারণতন্ত্র..... .. . Republic.
সামাজিক নিয়ম .. ..Social laws.
মস্তকবিবেক.. .. . . Phrenology.